৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ২৪ চৈত্র – ৩০ চৈত্র, ১৪২৯ ঃ ৮ এপ্রিল– ১৪ এপ্রিল, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 25, 8 April - 14 April, 2023 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

কলকাতায় অবৈধ নির্মাণ ক্ষুব্ধ মেয়র

৬ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : হাওড়ায় রাম নবমীর মিছিলের উপর আক্রমণের জেরে

উদ্বিগ্ন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ফোন এল রাজভবনে। এর পরেই কড়া বিবৃতি দিলেন রাজ্যপাল আনন্দ বোস।

রবিবার : এ যেন হিন্দি সিনেমার গল্প। পূর্ব বর্ধমানের

শক্তিগড়ে তিনটি গাড়ির খেলা। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে খুন কয়লা পাচারে অভিযুক্ত রাজু ঝাঁ, গরু পাচারে অভিযুক্ত আব্দুল লতিফ উধাও। ধরা হয়েছে এক ড্রাইভারকে।

সোমবার : রাজ্যে ক্রমশঃ বাড়ছে করোনার পজিটিভিটি

রেট। ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় আক্রান্ত ১০ জন। বাকি ১০ জন জেলার। অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা ১৪০। ১১ জন হাসপাতালে।

মঙ্গলবার : রামনবমীর মিছিল ঘিরে সন্ধ্যা থেকে রাত

অশান্ত রইল রিষড়ার ৪ নম্বর রেলগেট এলাকা। গেট না ফেলতে পারায় দীর্ঘক্ষণ হাওড়া মেন লাইনে বন্ধ রইল ট্রেন। চূড়ান্ত দুর্ভোগে যাত্রীরা।

বুধবার : সিকিমে ছাঙ্গু যাওয়ার পথে ১৫ মাইল এলাকায় ভর

দুপুরে ভয়াবহ তুষার ধসে মৃত্যু হল ৭ পর্যটকের। বাংলার দুজন। আহত বেশ কয়েকজন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। সত্যি প্রকৃতি ভয়ঙ্কর সুন্দর।

বৃহস্পতিবার : তফাশিলি জাতি থেকে জনজাতিতে উত্তীর্ণ

হতে চেয়ে ফের পথ ও রেল অবরোধ করল কুড়মিরা। দুর্ভোগ এড়াতে আগেই ৬৬টি ট্রেন বাতিল ও ১২টি ট্রেনের পথ সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার : আদালতের নির্দেশে তিন কোম্পানি

কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়ে রাজ্যে নির্বিঘ্নে কাটলো হনুমানজয়ন্তী। প্রশাসনকে ছাপিয়ে রাজ্যপালও থাকলেন পথে। পুজো দিলেন হনুমান মন্দিরে। স্বস্তিতে কাটালো বঙ্গবাসী।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভরসা ছেড়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোট বাঁধো, তৈরি হও

ওঙ্কার মিত্র

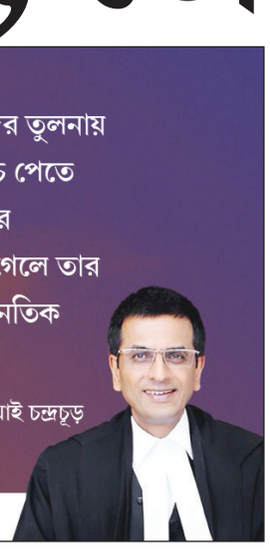

ব্রিটিশরা এদেশের শাসন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন দুর্নীতিগ্রস্তদের ল্যাম্প পোস্টে ঝুলিয়ে পেটাবার কথা। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এসে বলেছিলেন 'না খায়েগা, না খানে দুঙ্গা'। এরপরেও ভারতবাসীর পিছু ছাড়েনি দুর্নীতি। আর সেই জন্যই বেশ কয়েক বছর ধরে করাপশন পারসেপশন ইনডেক্স (সিপিআই) বা দুর্নীতি উপলব্ধি সূচকে ভারত ১০০-র মধ্যে ৪০-এর বেশি স্কোর করতে পারছে না। টান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৮৫ নম্বরে। এদের এক সমীক্ষা বলছে ৬২ শতাংশের বেশি ভারতীয় কোন না কোনও সময়ে চাকরির জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়েছিল। ৫০ শতাংশ ভারতীয়ের সরকারি পরিষেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিদেশি সংস্থার এই সমীক্ষা যে মোটেই মিথ্যে নয় তা আমরা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। সারা ভারতবর্ষ তো বটেই খোদ পশ্চিমবঙ্গে নেতা মন্ত্রীরা জেল বন্দী। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সারা বাংলা আজ সোচ্চার। এমন একটা অবস্থায় ভারতবর্ষের মতো মাঝারি দুর্নীতিগ্রস্ত একটি দেশে যে ইডি-সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থারা যে দাপিয়ে বেড়াবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এটা আমরা সকলেই জানি দুর্নীতি তার সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসে অপরাধ। ফলে অপরাধের তদন্তেও যে ক্রাইম ইনভেস্টিগেটাররা সক্রিয় হবেন তাতে সন্দেহ থাকার কথা নয়।

তবে ভারতের সাধারণ মানুষ যা ভাবেন, তা ভাবেন না এদেশের রাজনীতিকরা। সম্প্রতি ১৪টি রাজনৈতিক দল সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সক্রিয়তার অভিযোগ নিয়ে। তাঁদের দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের শাসক দল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিরোধীদের এরপর পাঁচের পাতায়

৮ বছর ধরে বন্ধ পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল আশাহত গোবরডাঙাবাসী

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা গোবরডাঙার গ্রামীণ হাসপাতালটি দীর্ঘ প্রায় আট বছর ধরে বন্ধ। রাজ্যে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের পরিচালনায় ৪০ শয্যা বিশিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতাল হিসেবে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল চালু ছিল। এর ফলে গোবরডাঙা এলাকার প্রায় ষাট হাজার মানুষ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় চার লক্ষাধিক মানুষ পরিষেবা পেতেন বলে জানালেন গোবরডাঙা হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক তথা প্রাক্তন পুরপ্রধান বাপি ভট্টাচার্য। গোবরডাঙা পুর উন্নয়ন পরিষদের সহ সভাপতি তথা স্থানীয় শিক্ষক পবিত্র মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর হাসপাতালের উপর থেকে নজরদারি কমতে থাকে। এবং ২০১৪ সালের ৪ নভেম্বর থেকে হাসপাতালের ইনডোর বিভাগ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় সাড়ে ষোল বিঘা জমির উপর চল্লিশ শয্যা ও ৩২টি কোয়ার্টার বিশিষ্ট এই হাসপাতালের সমস্ত পরিকাঠামোই বর্তমান। আগে তো চার-পাঁচ জন ডাক্তার ছিল। ৭ জন নার্স ছিল। এমনকি ১০-১৫ জন স্বাস্থ্য কর্মীও ছিল। কিন্তু সরকারি অনীহায় ধুঁকিয়ে চলতে থাকা আউটডোর বিভাগটিও মাস কয়েক আগে বন্ধ হয়ে যায়। অথচ এই হাসপাতালকে ঘিরে রয়েছে ৩টি বিধানসভা ও ৪টি ব্লক সহ কয়েকলক্ষ মানুষ।' এরপর পাঁচের পাতায় এহেন

পাওনা আড়াই কোটির পুর কর, ব্যাহত পরিষেবা

অভীক মিত্র : সিউড়ি পৌরসভার পাওনা প্রায় আড়াই কোটি টাকা পুর কর না পাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে পুর পরিষেবা। ডিএম অফিস,কোর্ট চত্বর,সার্কিট হাউস,অ্যালুমিনিয়াম গোডাউন মিলে ৪৯৪৯৫০০, এসপির তত্ত্বাবধানে থাকা অফিসগুলিতে ৬৩৪৮০০০, জজ

সিউড়ি পৌরসভা

কোর্টে ৬৬২০০০, ডিআরডিএ হল ১০৩৯০০০, জেলা স্কুল ৯৩১০০০, সেকেন্ডারী স্কুল বোর্ড ৮৮৬০০০, ইরিগেশন ১৩১৬০০০,ফরেস্ট ৪১৬০০০, জিলাপরিষদ ৪৮৪০০০, প্রাইমারি স্কুল বোর্ড ১৮৮০০০, ডিআইসিও ৩০৪০০০, সিএমওএইচ অফিস ৬৯৯০০০, মৎস্য অফিস ১৪৩০০০,সংখ্যালঘু অফিসের ১৬২০০০ টাকা পুর কর বাকি আছে বলে সিউড়ি পৌরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে। পুরপ্রধান প্রনব কর বলেন, প্রতিটি সরকারি অফিসের কর বাকি আছে। বারবার চিঠি করছি। প্রায় আড়াই কোটি টাকা কর বাকি থাকায় সম্পূর্ণ পরিষেবা দিতে পারছি না।

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। সরকারি কোষাগারে টান পড়ায় পুরকর বাকি রেখেই চলছে অফিস কাছারি। পুরসভার উঠছে নাভিশ্বাস। অথচ পুরবাসী কর বাকি রাখলে তা আদায় করতে আদাজল খেয়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন পুরকর্মীরা। অন্যদিকে, বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে পুরসভাগুলোকে প্রায় পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে নিজেদের আয় নিজেদেরকে করে নিতে হবে। কিন্তু সরকারি সংস্থার পুরকর যদি বাকি থাকে তাহলে আয় হবে কেমন করে। ফলে সিউড়ির পুরপ্রধান এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন।

আশঙ্কা সত্যি করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই ট্রেলার শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগের সংখ্যাতেই আমরা একটি প্রতিবেদন লিখেছিলাম– 'তৃণমূলের অন্দরে সংঘর্ষ বাড়বে' এই শিরোনামে। যেখানে আমরা বলেছিলাম পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসবে, টিকিট পাওয়াকে নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে গোষ্ঠী কোন্দল প্রকট হবে। কারণ তৃণমূলই এখন তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ। গোয়েন্দা সূত্রের খবর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে প্রাণহানিরও আশঙ্কা আছে। তারই যেন ট্রেলার শুরু হয়ে গেল। নদিয়ার হাঁসখালিতে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি যখন এক চা দোকানে বসে চা খাচ্ছিল, একদল দুষ্কৃতি এসে গুলি করে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই ঐ তৃণমূল নেতার মৃত্যু হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আততায়ী এখনও অধরা। এলাকায় উত্তেজনা আছে। অন্য দিকে কোচবিহারে শীতলকুচিতে এক পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর স্ত্রীকে কে বা কারা কুপিয়ে খুন করে। এই বিষয়টি নিয়েও জোর রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই অস্ত্রের হানাহানি রাজনৈতিক

তৃণমূলনেতা খুনের পর হাসখালিতে পুলিশ

দাপাদাপি বাড়ছে। এখন থেকেই অনেকে প্রশ্ন তুলছেন পঞ্চায়েত ভোট শান্তিতে হবে তো? ধর্মীয় মিছিল সামলাতে যখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিতে হয়, তখন রাজনৈতিক উত্তাপপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচন রাজ্য পুলিশ সামলাতে পারবে তো? তবে এটুকু বলাই যায়, পিকচার আভি বাকি হ্যায়।

অনেক স্টেশনই যেন শপিং মল

সন্তোষপুরের পর অপেক্ষা করছে আরো স্টেশন

জ্বলছে সন্তোষপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম (বাঁদিকে) অপেক্ষায় হকার বিদীর্ণ বালিগঞ্জ জংশন (ডানদিকে) ।

কুনাল মালিক

গত ৬ এপ্রিল বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ হঠাৎই শিয়ালদহ-বজবজ শাখার সন্তোষপুর স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাট ফর্মে একটি চপের দোকানে আগুন লেগে যায়। দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের প্রায় ২০-২৫টি দোকানে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। হুলুস্থুল কাণ্ড বেঁধে যায়। রেলের প্ল্যাটফর্ম এবং রেলের জমিতে অবৈধ ভাবে দোকান হাট বসে গেছে দীর্ঘদিন। ২০১৮ সালে একবার এখানে আগুন লেগেছিল। আবারও লাগলো। কিছুদিন আগে গভীর রাতে বজবজ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া তিনটি দোকান আগুনে ভষ্মীভূত হয়ে ছিল। শুক্রবার বজবজে গিয়ে চোখে পড়ল, পুড়ে যাওয়া দোকানগুলো আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে। আরও চোখে পড়ল তৃণমূল পন্থী ইউনিয়নের পোস্টারও। যেখানে বেশ কিছু নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে। তবে এও বলা হয়েছে কেউ বেআইনিভাবে ধরা পড়লে সংগঠন তার পাশে থাকবে না। কিন্তু প্রশ্ন হল রেলের জমি জবর দখল করে অবৈধভাবে ব্যবসা করা যায় কি?

সন্তোষপুর স্টেশনে দেখা গেল অক্ষত দোকানগুলির ঝাঁপ বন্ধ। কিন্তু আকড়া স্টেশনও রীতিমতো শপিং কমপ্লেক্সের চেহারা নিয়েছে। সবচেয়ে অবাক হতে হলো অন্যতম বালিগঞ্জ জংশনে এসে। কে বলবে এটা স্টেশন। এতো বালিগঞ্জ বাজার কিংবা হাট। ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের দাঁড়ানোর জায়গা নেই। সারি সারি দোকান পাট বসে গেছে। এখানেও যে কোনো দিন বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে।

শিয়ালদহ ডিভিশনের এক আধিকারিক জানালেন দেখুন আমরাও খুব বিরক্ত, কিন্তু কিছু করতে পারছি না। অথচ মাঝের হাট এবং নিউ আলিপুর কিন্তু হকার মুক্ত করা গেছে। অথচ অন্য স্টেশন গুলো পরিষ্কার করা যাচ্ছে না কেন? এই প্রশ্নে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানালেন, অপনি যা বলছেন সব ঠিকই, আসলে শুধু রেল দপ্তরের একার পক্ষে স্টেশনগুলো হকার মুক্ত করা সম্ভব নয়। আমরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলছি।

তবে অন্য একটি সূত্র বলছে স্থানীয় শাসক দলের অনুগত ইউনিয়ন এবং রেল পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অনেক প্রশ্ন আছে।

ছবি : অরুণ লোধ

সরকারি বোর্ড লাগিয়ে জমি দখলের অভিযোগ

সুব্রত মণ্ডল

এতদিন বেসরকারি ভাবে পুকুর বোঝাই বা জমি দখলের অভিযোগ আসত। এবার রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে জমির সামনে সরকারি সাইনবোর্ড লাগিয়ে জমি দখলের অভিযোগে সোচ্চার স্থানীয় বাসিন্দারা। সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে পৌর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ওই জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ ওই জমি পুকুর ভরাট করে তৈরি হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পুরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাস। তিনি বলেন, 'ওটা নিচু জমি, সেখানে নোংরা আবর্জনা ফেলা হয়েছিল। এখন পরিষ্কার করা হয়েছে। তবে সেটি পুকুর বা জলাশয় হয়ে থাকলে ভরাট বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এলাকায় গিয়ে দেখা গেল ভরাটের কাজ অনেকটা হয়ে গিয়েছে। মাটির স্তূপ পড়ে রয়েছে পাশে। স্থানীয়রা এ নিয়ে সরব হতেই কাজ আপাতত বন্ধ রয়েছে। চেয়ারম্যানের কথায় জায়গাটি সরেজমিনে দেখার পরেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে। জমি নিয়ে কোন বিতর্ক যাতে না হয় সেটিও মাথায় রাখা হবে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে আরও এমন কয়েকটি জলাশয় একের পর এক ভরাট চলছে। একই ওয়ার্ডের মধ্যে দেশবন্ধু পার্ক গৌতম জুয়েলার্স এর ঠিক পেছনে বিশাল আরও একটা পুকুরের মধ্যে অর্ধেক কংক্রিট পিলার দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। তৈরি হবে বাড়ি। একের পর এক এলাকার পুকুর ভরাট হয়ে যাওয়ায় ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি নাগরিক এলাকার পৌর পিতার উপরে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ। ওই ওয়ার্ডের পৌর পিতা সন্দীপ নস্করকে ফোন করা হলে তিনি কোনোভাবেই ফোন ধরেননি, সন্দীপবাবুকে এসএমএস পাঠানো হলেও কোনো উত্তর আসেনি। তবে এই পুরসভা এলাকায় জলাশয় ভরাটের অভিযোগ নতুন কিছু নয়। বিভিন্ন ওয়ার্ডে এমন বেনিয়ম চলছে। কিছুদিন আগে পুকুর ভরাটের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার রবীন্দ্রনাথ রায়।

অতন্দ্র প্রহরায় স্বামী সীমান্তে, রক্তের অভাবে স্ত্রী মৃত্যু শয্যায়! ত্রাতার ভূমিকায় দুই অনন্যা নারী

সুভাষ চন্দ্র দাশ

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী থানার অন্তর্গত চুনাখালি পঞ্চায়েতের বগুলাখালি গ্রাম। গ্রামেরই পাশেই প্রবাহিত হানা নদী। নদী সংলগ্ন এলাকায় পরিবার নিয়েই বসবাস করেন প্রদীপ সরদার। গত প্রায় পাঁচ বছর আগেই প্রদীপ বিয়ে করেছেন উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত মালঞ্চে বকচোরা গ্রামের মীনা মুণ্ডাকে। পেশায় ওই যুবক সীমান্ত সুরক্ষা বলের কর্মী (বিএসএফ)। অতন্দ্র প্রহরায় বর্তমানে রাজস্থানের জয়পুর কর্মরত। এদিকে বাড়িতে রয়েছেন সন্তানসম্ভবা স্ত্রী মীনা দেবী। মঙ্গলবার দুপুরে প্রচন্ড প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি প্রসূতিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে 'মাতৃমা'তে ভর্তি করেন। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ মীনাদেবী যমজ সন্তান প্রসব করেন (একটি পুত্র ও একটি কন্যা)। পরিবারের সদস্যরা এমন খবর শুনে আনন্দে উল্লাসিত হয়ে পড়েন। তবে সেই আনন্দের ছেদ পড়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয় 'দুই সদ্যজাত সন্তান ভালো থাকলেও প্রসূতি মায়ের অবস্থা সঙ্কটজনক। জরুরি ভিত্তিতে 'বি পজিটিভ' রক্তের প্রয়োজন'।

এমন কথা শুনে পরিবারের সদস্যদের মাথায় বাজ পড়ে। কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। তাঁরা ক্যানিং ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের জন্য একাধিকবার যোগাযোগ করেন। ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত মজুত নেই জানিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, আবার প্রসূতি

মায়ের অবস্থা আরো সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে। তাঁকে 'মাতৃমা' থেকে সিসিইউতে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। এদিকে রাত বাড়তে থাকে। আশার আলো, অবশেষে পরিবারের লোকজন ডোনার নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে হাজির হয়। এবার ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় টেকনিশিয়ান নেই। ফলে রক্ত নেওয়া যাবে না। এমন কথা শুনে বিমর্ষ হয়ে পড়েন তাঁরা। তবে হাল ছাড়তে নারাজ রোগীর পরিবারের সদস্যরা। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত প্রায় ১১ টা। বারুইপুর, পার্কসার্কাস এমনকী বিভিন্ন নার্সিং হোমে যোগাযোগ করেন রক্তের জন্য। শেষ পর্যন্ত রক্ত না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন।

এরপর শুরু হয় ম্যাজিক! স্থানীয় দুই সাংবাদিক বান্টি মুখার্জী ও আমি ঘটনার কথা জানতে পারি। ফোন করি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডলকে। এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 25, 8 April - 14 April, 2023

উত্তরের আঙিনায়

সিকিমে তুষার ধসে মৃত্যু অন্তত ৬ পর্যটকের, চলছে উদ্ধার কার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিকিমে ভয়াবহ তুষার ধস, মৃত্যু অন্তত ৬ জন পর্যটকের। গত সোমবার রাত থেকেই দফায় দফায় তুষারপাত চলছে গোটা সিকিম জুড়ে। ১৫ মাইল এরপর আর পর্যটকদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না, আজ কিছু উপায়ে পর্যটক তাদের গাড়ি ১৫ মাইল এলাকায় রেখে ১৭ মাইলে যায়। উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করা। সেখানে গিয়ে আচমকা তুষার ধসের কবলে পড়ে অন্তত ১৫০ জন পর্যটক।

সিকিমের নাথুলা পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয়, সেই কারণে মঙ্গলবার দুপুরে সংলগ্ন এলাকায় পর্যটকদের যথেষ্ট ভিড় ছিল। মঙ্গলবার দুপুর ১২ বেজে ২০ মিনিট নাগাদ আচমকা তুষার ধস নামে। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ৬জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে অনেকেই বরফের নীচে আটকে রয়েছেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে উদ্ধার কার্য। গোটা এলাকা তুষারের চাদরে ঢেকে গিয়েছে। পরিবহন ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত, পরিস্থিতির ওপর বিশেষ নজরদারি রাখছে স্থানীয় প্রশাসন।

জি ২০ পর্যটন বৈঠক সম্পন্ন, আনন্দে মাতল সকলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের লক্ষ্য ছিল জি টোয়েন্টি বৈঠক উপলক্ষে ভারতের পর্যটনকে গোটা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা। বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ১৩০ জন প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগ দেন। যার মধ্যে সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রতিনিধিরাও রয়েছেন। তিন দিন ধরে এই বৈঠক দার্জিলিং জেলায় অনুষ্ঠিত হয়।

১ এপ্রিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কার্শিয়াংয়ে। ২ এপ্রিল বৈঠক হয় শিলিগুড়ি সংলগ্ন একটি চা বাগানে। বৈঠকের শেষ দিনে, আনন্দে মেতে ওঠেন সকলে।

বৈঠক পরিসমাপ্তির পর সকলের যাওয়ার কথা ঘুম স্টেশন। সেখান থেকে টয় ট্রেনে করে নস্টালজিক অনুভূতি উপলব্ধি করতে করতে দার্জিলিংয়ে ফেরেন। তারপর রাজভবনে ভ্রমণ এবং মধ্যাহ্নভোজ। বিকেলের পরে সমতলে ফেরা।

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে পাঞ্জারিপাড়া শ্মশান

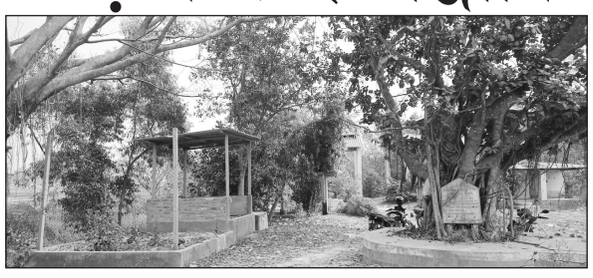

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের পাঞ্জারিপাড়া এলাকার ৭০ বছরের অধিক প্রাচীন ও পুরনো জোড়া ব্রিজ শ্মশানের অবস্থা বেহাল থাকায় সমস্যায় পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। প্রসঙ্গত এ এলাকার প্রচুর হিন্দু মানুষদের ভরসা এই শ্মশান। মালদা বালুরঘাট ৫১২ জাতীয় সড়কের ধারেই জোড়া ব্রিজের পাশেই রয়েছে এই পাঞ্জারিপাড়া শ্মশান। উল্লেখ্য শ্মশানটি রাস্তা থেকে নিচু হাওয়াতে বর্ষার সময় জল জমায় এবং খাড়ির জল ঢুকে পড়ায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় দেহ দাহ করতে আসা এলাকার বাসিন্দাদের। শ্মশানটিতে মটর জল চালিত জলের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, নেই বিদ্যুতের যোগ ও আলোর ব্যবস্থা। নেই বিশ্রামাগার। এবং সন্ধ্যে নামলে অথবা দিনের আলোতেও প্রকাশ্যে সেখানে নানান রকম নেশার আখড়া বসে। স্থানীয় মানুষদের একটাই দাবি, অতিসত্বর বর্ষার আগে মাটি ফেলে স্থানটি উচু করা হোক। এছাড়াও একটি বিশ্রামাগার ও আলো বিদ্যুতের সংযোগ করলে এলাকার বাসিন্দারা উপকৃত হবেন বলে জানেন পাঞ্জারি পাড়া বাসিন্দা তথা পাথরঘাটা এলাকার বাসিন্দা ফনীন্দ্রনাথ মন্ডল ও নন্দলাল মাহাতো। আজ শনিবার পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ থাকায় এবিষয়ে পাথরঘাটার পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি ও তার বক্তব্যও পাওয়া যায়নি।

সিকিমের তুষার ধসে প্রাণ কাড়ল সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সিকিমে ভয়াবহ তুষার ধসে মৃত্যু শিলিগুড়ির সৌরভ রায় চৌধুরীর। প্রসঙ্গত, সৌরভ শিলিগুড়ির শক্তিগড় এলাকার বাসিন্দা। কাজের সূত্রে তার সিকিমে যাওয়া। সৌরভ তার বাবা ও মায়ের একমাত্র সন্তান। নিজেদের একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সোমবার রাতেও সৌরভ তার বাবা মার সঙ্গে কথা বলে।

উল্লেখ্য মঙ্গলবার ছুটি থাকায় সৌরভ তার দুই বন্ধুর সঙ্গে ছাঙ্গু লেকে ঘুরতে যায়। মঙ্গলবার দুপুরে ছাঙ্গুর লেকের ১৭ মাইলে ধসের দশের কবলে পড়ে পর্যটকদের বিশাল দল। তার মধ্যে ছিল সৌরভও। নিজেদের সন্তানকে হারিয়ে বাবা–মা বাকরুদ্ধ। এদিন মেয়র গৌতম দেব সৌরভের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন। বুধবার সৌরভের মৃতদেহ শহরে আনা হবে বলে জানা গেছে।

শিলিগুড়িকে নিজের সুরে মাতালেন অরিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিনি অষ্টাদশীদের হার্ট টব, তবে অষ্টাদশী বললে ভুল হবে ৮ থেকে ৮০ সকল বয়সিদের কাছের মানুষ অরিজিৎ সিং। সাধারণ থেকেও কীভাবে অসাধারণ হওয়া যায় তার সাক্ষ্য প্রমাণ তিনি। বাংলার সুরেলা ছেলের গানে কিছুদিন আগে দুলেছিল কলকাতা, এবার উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অরিজিৎ সিংয়ের মেগা শো অনুষ্ঠিত হয়। একের পর এক গান করে অনুরাগীদের হৃদয় জয় করলেন। মোট ১৪ হাজার দর্শক উপস্থিত হয়েছিল প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করেন। মাঝে খানিক বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তিনি যে অরিজিৎ, কোনো প্রতিকূলতাই তাকে টলাতে পারে না। বৃষ্টির মধ্যেও একের পর এক সুরেলা গানের মাধ্যমে স্টেডিয়াম চত্বরে স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টির কারিগর হলেন। সূত্রে খবর পাওয়া গেছে শো থেকে প্রাপ্ত টাকা তিনি অভাবী শিশুদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যয় করবেন। বহুদিন ধরেই তার ইচ্ছে নিজের এলাকায় অভাবী শিশুদের জন্য হাসপাতাল তৈরি করা। যেন তাদের অন্য কোথাও দৌড়াতে না হয়। মঙ্গলবার ভোররাতে তিস্তা তোর্সা ট্রেনে করে শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে নামেন। যেখানে অন্যান্য সেলিব্রিটিরা বিমান ছাড়া অন্য পরিবহনে যাতায়াত করার কথা ভাবেনই না। একেবারে ব্যতিক্রমী অরিজিৎ, সাদামাটা জীবন, তার মধ্যেও অসাধারণ। স্টেশন থেকে নেমে মিশে যান সবার সঙ্গে। চা খেয়ে সোজা চলে যান হোটেলে। নীল পাগড়ী, নীল জ্যাকেট নীল টি–শার্ট, নীলের নীলিমায় রাঙিয়ে দিলেন শিলিগুড়িতে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৮ এপ্রিল – ১৪ এপ্রিল, ২০২৩

মেষ রাশি : ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। চাকরি ক্ষেত্রে বদলি ও বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়, শিল্পীসত্তার বিকাশ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন দুর্গা মন্ত্র পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগের সম্ভাবনা। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য। বিপরীত লিঙ্গ থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি। তীর্থস্থানে ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। সঞ্চয়ে বাধা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ললিতা সহস্র নাম করুন।

মিথুন রাশি : কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা। পরিশ্রমের সঙ্গে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। ব্যবসায় অগ্রগতি। সতর্কতার সঙ্গে পথ চলা আবশ্যক। কম্পিউটার সংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্যে বিলম্ব। সৃষ্টিশীল কর্মে অগ্রগতি।

প্রতিকার : ৪১ বার ওঁ নমো নারায়ণ জপ করুন প্রতিদিন।

কর্কট রাশি : আবেগ প্রবণতা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া সত্ত্বেও সব বাধা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। অন্যমনস্কতার দরুণ কোনো মূল্যবান তথ্য হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা। সমাজসেবামূলক কর্মে সফলতা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ওঁ দূর্গায় নম জপ করুন।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। পাড়া–প্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রতিদিন আদিত্য হৃদয়ম পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : ব্যবসায় অগ্রগতির সম্ভাবনা। অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতি বা অর্থহানির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। ব্যবসার ক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে প্রশংসা মিলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : ১০৮ বার 'ওঁ রাহবে নম' করুন।

তুলা রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের হানি হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। পারিবারিক কারণে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। আর্থিক উন্নতি সত্ত্বেও ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা। শিল্পী সত্ত্বার বিকাশ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ২১ বার 'ওঁ গণেশায় নম' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। অপ্রিয় সত্য কথা বলার দরুণ অযাচিত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। বিবাহে বাধা। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রতদিন ২৭ বার ওঁ ভৌময় নম জপ করুন।

ধনু রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল অবস্থা। ভ্রমণের পরিকল্পনা হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। চাকরিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরুবে নম' জপ করুন।

মকর রাশি : ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কার্য সিদ্ধির সম্ভাবনা। শিল্পী সত্তার বিকাশের সম্ভাবনা। স্বজনের কারণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। কোনও গাড়ি ক্রয় করার পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানরে আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার (ওঁ নম শিবায়' জপ করুন)

কুম্ভ রাশি : ব্যবসায়িক সাফল্য ধীরগতিতে হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে বিড়ম্বনা। অর্থ হানি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। নামি কোম্পানীর কর্ম পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ মন্দায় নম' জপ করুন।

মীন রাশি : উপস্থিত বুদ্ধির জোরে ব্যবসায় সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। সম্পত্তি ক্রয় করার পরিকল্পনা হতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। গুরুজনদের সঙ্গে মতানৈক্য। শারীরিক অসুস্থতার দরুণ শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার পুজো করুন।

শব্দবার্তা ২৪২

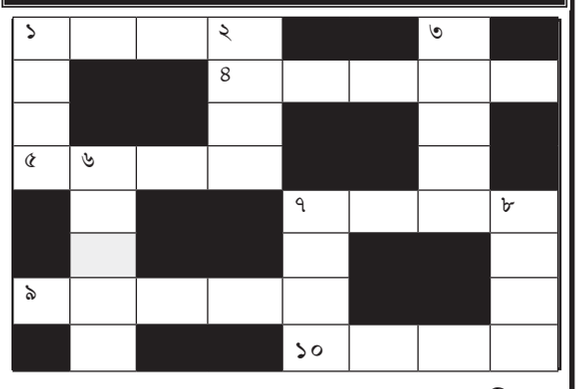

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অহংকার, গর্ব ৪। টহলদারের কাজ ৫। গভর্নমেন্ট ৭। যে সৈন্য পথে চলে লড়াই করে, পাইক ৯। বিপরীত, অন্যথা ১০। পদ্ম।

উপর–নীচ

১। বিশ্বাসের অভাব, অনাস্থা ২। শ্রীকৃষ্ণ ৩। সংকীর্ণতা মুক্ত নীতি ৬। এক্স–রে ৭। বারংবার, পুনঃপুন ৮। শরীর।

সমাধান : ২৪১

পাশাপাশি : ১। বেগানা ৩। লাইনিং ৫। সই ৬। ভাস্বর ৭। ত্যজন ৯। অনিশ ১১। চামর ১৩। দর ১৪। আশপাশ ১৫। নোলক।

উপর–নীচ : ২। গার্হপত্য ৩। লাই ৪। নিজস্ব ৫। সম্মান ৬। ভাগনি ৮। জঠর ৯। অম্বর ১০। শতদল ১২ মহেশ ১৩। দশ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

কাজের খবর

লেডি আরউইন কলেজে নন–টিচিং স্টাফ

নন টিচিং স্টাফ পদে ২৯ জনকে নেবে লেডি আরউইন কলেজ। এটি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিয়োগ করা হবে ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ড্যান্ট, লাইব্রেরি অ্যাটেন্ড্যান্ট, ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ও জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর LIC/Non Teaching/Adv/2023/01.

শূন্যপদের বিবরণ : ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ড্যান্ট : ১৬টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৫, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১, শ্রবণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের পে লেভেল–১ অনুসারে।

লাইব্রেরি অ্যাটেন্ড্যান্ট : ৫টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে লাইব্রেরি সায়েন্স বা লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফর্মেশন সায়েন্সে সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার পড়ে থাকলে বা কম্পিউটারের বেসিক কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের পে লেভেল–১ অনুসারে।

ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৪টি (সাধারণ ২, ও বি সি ১, চলাফেরায় অসুবিধা আছে এমন প্রতিবন্ধী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকলেও আবেদন করা যাবে। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের পে লেভেল–৪ অনুসারে।

জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৪ টি (সাধারণ ১, ও বি সি ১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক। সেই সঙ্গে কম্পিউটারে ইংরেজিতে মিনিটে ৩৫টি শব্দ বা হিন্দিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স : ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন ক্রম : সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের পে লেভেল–২ অনুসারে।

১৫–৪–২০২৩ তারিখ অনুসারে প্রার্থীর নির্দিষ্ট বয়স হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা এবং পদ অনুসারে স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষার ধরনধারণ ও বিশদ সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.ladyirwin.edu.in https://dunt.uod.ac.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা)। মহিলা ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না।

খুঁটিনাটি জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

এম আর এফ টায়ারে চাকরি

ভারতীয় বহুজাতিক টায়ার প্রস্তুতকারী সংস্থা এম আর এফের বিভিন্ন বিভাগ ও পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলে বছরভরই। আগ্রহীরা অনলাইন আবেদনও করতে পারেন বছরের যে কোনও সময়। শূন্যপদ অনুসারে বা নতুন তৈরি পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করে নেন সংস্থা কর্তৃপক্ষ। তারপর চলে প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া। আবেদন করতে পারেন এখনই। ফ্রেশাররাও দরখাস্ত করতে পারেন।

চাকরি হয় এই সব বিভাগে : প্রোডাকশন, প্ল্যানিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, প্ল্যান্ট, টেকনিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, কোয়ালিটি অ্যাশিওরেন্স, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, কেমিক্যাল, আর অ্যান্ড ডি, সিভিল সেফটি, পারচেজ, শিপিং স্টোর্স, আই টি, সিকিউরিটি, হিউম্যান রিসোর্স। বিভাগ অনুসারে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার (থাকলে) ভিত্তিতে আবেদন করবেন।

অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://www.myftyres.com/careers অনলাইন দরখাস্তের সঙ্গে সর্বোচ্চ ২–এম বি সাইজের মধ্যে জীবনপঞ্জি আপলোড করবেন।

ইগনুতে ২০০ জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট

জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট পদে ২০০ জনকে নেবে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি (ইগনু)। প্রার্থী বাছাই করবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ : সাধারণ ৮৩, তফসিলি জাতি ২৩, তফসিলি উপজাতি ১২, ও বি সি ৫৫, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ২১। এর মধ্যে খেলোয়াড়দের জন্য ১০টি, দৈহিক প্রতিবন্দীদের জন্য ৯টি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ২০টি শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

খেলোয়াড় নিয়োগ করা হবে এই সমস্ত ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে : আর্চারি, আটায়া পাটায়া, বল–ব্যাডমিন্টন, বিলিয়ার্ডস অ্যান্ড স্নুকার, ব্রিজ, চেস, সাইক্লিং, ফুটবল, জিমন্যাস্টিক্স (বডি বিল্ডিং সহ) হকি, আইস হকি, জুড়ো, ক্যারাটে ডু, খো খো, পাওয়ার লিফটিং, বোলার স্কেটিং, সফট বল, সুইমিং, তায়কোন্ডো, টেনিস, ওয়েট লিফটিং, ইয়টিং, অ্যাথলেটিক্স (ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্ট সহ), ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, বক্সিং, ক্যারম, ক্রিকেট, ইক্যুয়েস্ট্রিয়ান স্পোর্টস, গল্ফ, হ্যান্ড বল, আইস স্কিইং, কবাডি, ভলিবল, রেসলিং।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক। সেই সঙ্গে কম্পিউটারে মিনিটে ৪০টি শব্দ বা হিন্দিতে মিনিটে ৩৫টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স : ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ১৯০০০–৬৩,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, রিজনিং অ্যান্ড জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, ম্যাথমেটিক্যাল এবিলিটি, হিন্দি বা ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন। মোট ১৫০ নম্বর।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://recruitment.nta.nic.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০০ টাকা (মহিলা ও তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৬০০ টাকা)। দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি দিতে লাগবে না। অনলাইনে ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে।

খুটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.ignou.ac.in.

জ্বর কাশিতে সাবধান

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

গত দু তিন মাসে জ্বর বা সর্দি কাশিতে বাড়িতে কেউ আক্রান্ত হননি এমন পরিবারের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রান্তরা ওষুধের দোকান থেকে জ্বরের ওষুধ প্যারাসিটামল বা বহুল প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিক কিনে নিজেরাই চিকিৎসা করে চলেছেন। এতে অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ অপব্যবহার আর ঠিকমত ওষুধের কোর্স পূরণ না করার ফলে ভবিষ্যতে ওই ওষুধের কার্যক্ষমতা হ্রাস বা চিকিৎসা জগতের ভাষায় রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয় যা নিয়ে আইসিএমআর অতি সম্প্রতি সতর্কীকরণ জারি করেছে। সাধারণত এই মরসুমী জ্বর ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিজের থেকেই সেরে যায়। বমি, বমি বমি ভাব, গলা খুসখুস, গা ব্যথা, ডায়রিয়া প্রভৃতি উপসর্গও থাকছে। এরই সঙ্গে থাকা কাশি প্রায় ভর্তিও হতে হচ্ছে। আইসিএমআর এর বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে ইনফ্লুয়েঞ্জা–এ সাব টাইপ এইচথ্রিএনটু–এর প্রাদুর্ভাবের

ফলে এই জ্বর এবং ক্রমাগত কাশির উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। ৫০ বছরের বেশি বা ১৫ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে এই রোগ বেশি করে হচ্ছে। এক্ষেত্রে তিন দিনের বেশি জ্বর থাকলে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন। সাধারণত এর চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন পড়ে না। দরকার হলে ডাক্তার বাবুই আপনাকে সঠিক অ্যান্টিবায়োটিকের পরামর্শ দেবেন। জ্বর বা শরীরের ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল আর প্রচুর পরিমাণ তরল গ্রহণ করতে হবে। কাশির ক্ষেত্রে স্টিম ইনহেলেশন অত্যন্ত উপযোগী। অন্যান্য সাধারণ উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা চলতে থাকবে। যে কোনো ভাইরাল ইনফেকশনের মত কিছু প্রতিরোধ মূলক পদক্ষেপ অবশ্য গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয়। সাবান জল দিয়ে ভালো করে হাত ধোয়া, মাস্ক পরা অথবা ভিড় এড়িয়ে চলা, নাকে মুখে অযথা হাত না দেওয়া, হাঁচি কাশির সময় মুখ ঢাকা, এছাড়া হাতে হাত মেলানো, যত্রতত্র থুতু ফেলা ইত্যাদি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। একটা কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে সঠিক সময়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণই এই ভাইরাল ইনফেকশন থেকে নিজেকে এবং পরিবারকে বাঁচানোর একমাত্র উপায়।

Name/Surname Change

I Mohammad Shadab Alam son of Mohammed Alam Ansari aged about 21 years. R/O 1/3 Angus line, Champdani, P.o– Angus, P.s– Bhadreswar, Dist – Hooghly. Father's Name Md. Alam have changed My name to Mohammed Alam Ansari for all future purpose vide affidavit No 7981. Dated 31.12.21 before 1st class magistrate , Chandannagore court. Hooghly

কর্মখালি

খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।

যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/৯৮৩০২৮৪৯৯২

ভবঘুরেদের জন্য ভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি পৌরসভার উদ্যোগে ভরঘুরেদের জন্য ৬ নং ওয়ার্ডে ভট্টাচার্যপাড়ায় তিন তলা বাড়ি নির্মান হয়েছে। যার উদ্বোধন জেলাশাসক বিধান রায় আগামী ১২ এপ্রিল করবেন। সিউড়ীর ভূমিপুত্র সুনীতি চট্টরাজের নামে নাম রাখা হয়েছে ভবনের নাম। পুরপ্রধান প্রনব কর বলেন, এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। ভবঘুরেদের থাকা খাওয়া শারীরিক অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। পঞ্চাশ – ষাটটি বেড থাকবে।

পরিষেবা উদ্বোধন

অমিত মণ্ডল, সাগর : মুড়িগঙ্গা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত চকফুলডুবি মন্দিরতলা বাজারে রাস্তা সম্প্রসারন ও সবজি বাজার সংলগ্ন একটি কমিউনিটি টয়লেট এবং একটি হাই মাক্স লাইটের উদ্বোধন করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য মহিতোষ দাস। উপস্থিত ছিলেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল সামির শাহ, মুড়িগঙ্গা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোবিন্দ মণ্ডল, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যাগণ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহু জ্ঞানী গুণীজন।

বারুইপুর থানা এলাকায় ৩ মাসে ৩১টি দুর্ঘটনা

প্রিয় মুখার্জী, বারুইপুর : জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ এই ৩ মাসে শুধুমাত্র বারুইপুর থানা এলাকায় ৩১টি পথ দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বাইক দুর্ঘটনার সংখ্যা বেশি। হেলমেট ছাড়া বাইক নিয়ে বেপরোয়া গতি তোলা এবং মিনিডোর জাতীয় গাড়িগুলির বেপরোয়া মনোভাবই দুর্ঘটনার মূল কারণ। অভিযোগ,হেলমেট ছাড়া বাইক চালালে বারুইপুরের পুলিশ গা করে না। ট্রাফিক পুলিশের এই গা ছাড়া মনোভাবের কারণেই ঘটছে অধিকাংশ দুর্ঘটনা। চালকদের সচেতনতা বাড়াতে সেভ লাইভ সেফ ড্রাইভ সহ একাধিক কর্মসূচি পালন করা হয়। তারপরও বারুইপুরে দুর্ঘটনার এই তথ্য উদ্বেগ বাড়িয়েছে বারুইপুর পুলিশ জেলার কর্তাদের। বারুইপুর পুলিশ জেলার এক আধিকারিক বলেন, বেপরোয়া গতিতে চলা গাড়ি রুখতে রাস্তায় প্রতিদিন চেকিং চলে। তা আরও বাড়ানো হবে। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, বারুইপুর থানা এলাকায় গত জানুয়ারি মাসে ১০টি, ফেব্রুয়ারিতে ১২ এবং মার্চে ন'টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে অধিকাংশই বাইক দুর্ঘটনা।

শাসন–পদ্মপুকুর বাইপাস, টংতলা থেকে পুরন্দরপুর কলেজ মোড়, উড়ালপুল, কাটাখাল বাইপাস, কুলপী রোড ইত্যাদি রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে বাইক চলাচল করে। হেলমেট ছাড়া বাইক চালান অধিকাংশ চালক। মানুষের অভিযোগ, রাতের দিকে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালান অনেকে। ফলে বাড়ে দুর্ঘটনা।

ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি থানার মেহেগ্রামে পরীক্ষায় যাতে ভালো ফলাফল করতে না পারে সেইজন্য এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর উপর ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা পৌনে ৭টা নাগাদ অ্যাসিড হামলা করে তার সহপাঠীরা। প্রশাসনের উদ্যোগে রাইটার নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় ওই পরীক্ষার্থী। ক্ষতিপূরণের আইনি নির্দেশিকা পরিবারের সদস্যদের জানানো হয় ৩১ মার্চ। বীরভূম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের বিচারক সচিব শেখ রুখুমুদ্দিন বলেন, ঘটনার পরেরদিন সুয়োমাটা মামলা করি। ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছি সেটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। তারমধ্যে ৭৫ শতাংশ এমআইএস হিসাবে ফিক্সড থাকবে। ২৫ শতাংশ চিকিৎসার জন্য খরচ করতে পারবে। ছাত্রীর মা বলেন, 'স্যার ডেকেছিলেন এসেছিলাম, মেয়ের শরীর খারাপ তাই আনতে পারিনি। প্রশাসন খুব সাহায্য করেছে। দোষীদের শাস্তি প্রশাসন যেটা করবে সেটা হবে।'

ক্ষোভের মুখে পৌরপ্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩১ মার্চ দুবরাজপুর পৌর এলাকায় দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে দিদির দূত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান পীযূষ পাণ্ডে। দুবরাজপুর পৌরসভা ৪ নং ওয়ার্ডের ডোমপাড়ায় এলাকাবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। দীর্ঘদিন ধরে জলের পাইপ লাইন অকেজো হয়ে পড়ে আছে, বহুবার জানিয়েও সুরাহা হই নি। আবাস যোজনার বাড়ি, শৌচালয় পাইনি এলকাবাসীরা। পুকুরে স্নান করার ঘাট নেই বলে অভিযোগ। পৌরপ্রধান সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

ঘোড়ামারায় দুয়ারে সরকার

বিল্ব রায় : সাগর ব্লকের ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত হল দুয়ারে সরকার শিবির অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (সাগর ব্লক), সুদীপ্ত মণ্ডল, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক হরিদাস ধারা, জেলা পরিষদের সদস্য মহীতোষ দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দপ্তরের সরকারী আধিকারিক ও সমাজের গুণীজন ব্যাক্তিবর্গ। এই অনুষ্ঠানে সাগর ব্লকের অন্তর্গত ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত মৎস্যজীবীদের হাতে ফিসারম্যান রেজিস্ট্রেশন কার্ড তুলে দিলেন মন্ত্রী, সাগর বিডিও ও এফইও। এই অনুষ্ঠানে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সম্বন্ধে জানান ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জীব সাগর।

ষষ্ঠ দফার দুয়ারে সরকারে সবচেয়ে বেশি আবেদন সাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ষষ্ঠ দফায় দুয়ারে সরকার শিবিরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ১ লক্ষ ৯০ হাজার মানুষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৩৩টি প্রকল্প পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। ৪ এপ্রিল আলিপুরে জেলার জেলাশাসক ও সংগ্রাহক সুমিত গুপ্তা এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্যটি জানান। তিনি এছাড়াও আরও জানান, এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আবেদনপত্র জমা পড়েছে এ জেলার সাগর ব্লক থেকে। প্রায় ৫০ শতাংশ আবেদন সাগর ব্লক থেকে এসেছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে এদিন পর্যন্ত ৬,৬০০টি আবেদন জমা পড়েছে। ৩,৮০০ টিরও বেশি কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। জেলায় এদিন পর্যন্ত ৩,৫৭৩টি শিবিরে ১৮,৩০৬ টি

প্রকল্পের আবেদনের কাজ শেষ এবং সেগুলি ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে। জেলাশাসক ছাড়াও এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত অতিরিক্ত জেলাশাসক(উন্নয়ন) শঙ্খ সাঁতরা, 'দুয়ারে সরকার' শিবিরের চারটি সফল কাহিনি শোনান। জয়নগর নিবাসী নুর সালেম মোল্লা 'প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে' ভাতার আবেদন করেন। আবেদন করার এক দিনের মধ্যে তাকে কার্ড দেওয়া হয়। এর ফলে তিনি মাসে চার হাজার টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। অন্যদিকে, জয়নগর নিবাসী মৎস্যজীবী মুজিবর রহমান মোল্লা 'মৎস্যজীবী প্রকল্পে' ঋণের আবেদন করেন। আবেদন করার পরেই প্রথম দু'দিনের মধ্যেই ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পাশাপাশি নির্মাণ শ্রমিক হাসান রহমান 'খাদ্যসাথী প্রকল্পে'র সুবিধা না পাওয়ার অভিযোগ করার পরে একদিনের মধ্যে 'খাদ্যসাথী কার্ড' তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। বজবজের বাসিন্দা রূণা খাতুন রূপশ্রী কার্ডের আবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে 'মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ডে'র জন্য। এছাড়াও ৬০০ টির বেশি 'ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডে'র আবেদনও জমা পড়েছে।

বীরভূমে উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিন রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করল মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম মুর্শেদ সেখ বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার শুনিয়া গ্রামে। তিরিশে মার্চ রাতে বীরভূম মুর্শিদাবাদ সীমানার বীরভূম জেলার মাড়গ্রাম থানার কালিদহ গ্রামের কাছে নাকা চেকিং চলার সময় একটি নম্বরবিহীন মোটর সাইকেলে চড়ে মুর্শেদ সেখ বীরভূম জেলার দিকে আসছিল। তাকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। মোটরসাইকেলের টুল বক্স থেকে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র তিন রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। ৩১

মার্চ রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ২৮ মার্চ রাতে নতুনহাট থেকে খুজুটিপাড়া যাওয়ার রাস্তায় একটি মোটরবাইকের ডিকি থেকে একটি সেভেন এমএম পিস্তল,একটা দেশী পাইপগান চার রাউন্ড কার্তুজ,একটি লাল রঙের সুপার স্পেলানডার মোটরসাইকেল উদ্ধার করে নানুর থানার পুলিশ। দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হল – সুরাপ শেখ এবং ভুলান শেখ।

গ্রেপ্তার আরো ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : নওয়াপাড়া গ্রামে ডাইনি অপবাদে আদিবাসী দম্পতিকে পিটিয়ে মারার ঘটনায় আরো ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। ধৃতরা হলো – রামদাস ওরফে মুসো বেসরা (৬০),কালীচরন বেসরা (৪০), ফুলমণি বেসরা (৩৫), লক্ষ্মীরাম হেমব্রম (৩৫), দিদিমণি হেমব্রম (৩০), সনাতন হেমব্রম (২৬)। প্রত্যেকের বাড়ি নওয়াপাড়া গ্রামে। মোড়ল গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য সোমনাথ মুর্মু এখনও অধরা। ২৭ মার্চ সিউড়ি আদালতে তোলা হলে রামদাস বেসরা ও কালীচরণ বেসরাকে ১০দিনের পুলিশ হেফাজত এবং বাকিদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

বজবজ–২ ব্লকে দুয়ারে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সর্বত্র চলছে দুয়ারে সরকার। গত ৬ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। তিনি জানান ৬ এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৯৩৫২টি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৩৫জনকে পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।

স্থায়ী ও ভ্রাম্যমান মিলিয়ে মোট ৩৩০টি ক্যাম্প করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আবেদনপত্র জমা পড়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে। উল্লেখযোগ্যভাবে মৎস্যজীবী লক্ষ্মীকান্ত কর ১ এপ্রিল আবেদন পত্র জমা দিয়েছিলেন। তাকে ৬ এপ্রিল ফিসারমেন রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রদান করা হয়। একই ভাবে মানবিক পেনশনের জন্য ফাল্গুনী চক্রবর্তীকে ৬ এপ্রিল অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়।

৩ বিদেশী পর্যটককে পথ দেখালেন কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : সুদূর জার্মানি থেকে ৩ পর্যটক কলকাতায় পা রেখেছিলেন শনিবার সকালেই। গন্তব্য গদখালি হয়ে সুন্দরবন। সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপর বিবেকানন্দ মিশন স্কুলের কাছে দেখা যায় তাঁদেরকে। রাস্তায় দিশাহীনভাবে ঘুরছেন জার্মানি থেকে আসা ৩ পর্যটক মার্টিন হাসেলবাখ, জুডিথ কান্ডলবিন্ডর এবং ক্রিস্টফ বিশফ। অবশেষে তাঁরা এগিয়ে আসেন কর্তব্যরত ডায়মন্ড হারবার ট্রাফিক গার্ডের সার্জেন্ট সাগর সিংহের কাছে। কী ব্যাপার? পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে ৩জন বিদেশী পর্যটক জানায়, কলকাতা বিমান বন্দর থেকেই অ্যাপ ক্যাব ভাড়া করার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা। কিন্তু অ্যাপের মধ্যে দেওয়া ম্যাপে কিছুতেই সুন্দরবনের গদখালি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। গন্তব্য হিসেবে ক্রমাগত ভেসে উঠছিল বকখালি। অবশেষে একটি ক্যাব যদিও বা পাওয়া যায়, চালক জানায় যে তাঁদের গন্তব্য যেহেতু শহরের সীমানার বাইরে, এবং যেহেতু তাঁরা 'আউটস্টেশন ট্রিপ' বেছে নেননি, সেহেতু তাঁদের পথেই নেমে যেতে হবে। ফলস্বরূপ, ডায়মন্ডহারবার রোডের ওপর এই অসহায় পরিস্থিতি। ৩ বিদেশী পর্যটকের এমন অবস্থা বুঝে চটপট সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন ডায়মন্ডহারবার ট্রাফিক গার্ডের সার্জেন্ট সাগর সিংহ ও হোমগার্ড নিরঞ্জন সাহা। প্রথমেই বিধ্বস্ত ৩ পর্যটকের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন পুলিশ। গদখালি পর্যন্ত একটি ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দেন এবং তিনি সেখানকার হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গে নিজে কথা বলে রাখেন যাতে ওই তিন বিদেশী পর্যটক গদখালি পৌঁছে কোনো ঝামেলা ছাড়াই হোটেলের ঘর পেয়ে যান। পুলিশের সাহায্যে ৩ বিদেশী পৌঁছে যান সুন্দরবনের গদখালিতে। কলকাতা পুলিশের এমন মানবিকতাকে প্রশংসা করেছেন জার্মানির ৩ পর্যটক মার্টিন হাসেলবাখ, জুডিথ কান্ডলবিন্ডর ও ক্রিস্টফ বিশফ।

চিরকুটে চাকরি প্রসঙ্গে মজিদ মাস্টার

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগণার শাসন বামফ্রন্টের আমলের এক অতি পরিচিত নাম। তৎকালীন অবিভক্ত বারাসত থানার অন্তর্গত ছিল শাসন। এই এলাকা মূলতঃ মাছ চাষের ভেড়ি অঞ্চল। সে সময় এই অঞ্চলের এক প্রকার মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন সিপিএমের তৎকালীন নেতা মজিদ মাস্টার। শোনা যায়, তার নামে এই এলাকায় বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। রাজ্যে বামফ্রন্টের বিপর্যয়ের পর সিপিএমের সেই দাপুটে নেতা ক্রমে ক্রমে অপ্রাসঙ্গিক হতে হতে বর্তমানে রাজনীতির ময়দান থেকে শত যোজন দূরে চলে গিয়েছেন। বর্তমান শাসক দলের নিয়োগ নীতি তৃণমূলের ভিত নাড়িয়ে দেওয়ায় তারা বাম আমলে চিরকুটে চাকরি প্রসঙ্গ তুলে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা চালাচ্ছে। শুক্রবার ব্যক্তিগত কাজে বারাসত আদালতে এসেছিলেন তৎকালীন সেই দাপুটে নেতা মজিদ মাস্টার। চিরকুটে চাকরি প্রসঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে, তিনি বলেন, 'আমি মূলতঃ রাস্তার লোক। আমার চিরকুটে চাকরি দেবার কোনও ক্ষমতা ছিল না। চিরকুটে চাকরি এমন কোনও কথাই আমার জানা নেই। আমি পাড়া গাঁয়ের লোক। পঞ্চায়েতে কিছু কাজকর্ম করেছি। রাস্তায় দুচার ঝুড়ি মাটি দিয়েছি। তার মধ্যে কতটা খেয়েছি না খেয়েছি তা অফিসের লোকেরা জানে। আমি আদার ব্যাপারি, জাহাজের খবর জানিনা। আমার চিরকুট পাঠাবার কোনও ক্ষমতা ছিল না। তবে আমাদের স্কুলে একবার একজন বিএড পরীক্ষা দিতে গেলে, কয়েকমাস জায়গাটা খালি হয়। তখন আমি আমার এলাকার কাওড়া পাড়ার একটি অনার্স গ্র্যাজুয়েট ছাত্রীকে ডেকে এনে সেখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। তবে কমিটির কাছে কয়েকটি আবেদন জমা পড়েছিল। আমি কমিটিকে বললাম, কাওড়া পাড়ার এই শিক্ষিত মেয়েটিকে চাকরি দিলে, এই এলাকার অনগ্রসর মেয়েরা উৎসাহিত হবে। আমার সেই মন্তব্য দল প্রাধান্য দিয়েছিল।'

পঞ্চায়েত সমিতির সামনে দুয়ারে বিধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : এখন রাজ্য জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ষষ্ঠ পর্যায়ের দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চলছে হই হই করে। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর–১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে গিয়ে চোখে পড়ল এক অভিনব দৃশ্য। সমিতির প্রবেশদ্বারে ডাঃ হারবার রোডের পাশে একটা চালায় এক যুবককে দেকলাম আসন পেতে বসে আছেন। তাঁর বাঁ হাতটি অকেজো। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যুবক। তাঁর সামনে কয়েকজন মহিলা বসে আছেন। কারো হতে স্বাস্থ্যসাথীর ফর্ম, কারো হাতে খাদ্যসাথীর। প্রথমে ভেবেছিলাম ওই যুবক হয়তো প্রশাসনেরই লোক। তারপর যুবকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম ওই যুবকের নাম বিধান রায়, বাড়ি আমগাছিয়া গ্রামে। তিনি জানান, তিনি একজন প্রতিবন্ধী যুবক, পড়াশোনা

করেছেন স্নাতক পর্যন্ত। কিন্তু কাজটাজ পাননি। সারা বছরই তিনি গ্রামীণ মানুষদের পরিষেবা দেন। ফর্ম ফিলাপ করা, ব্যাঙ্কে বই করে দেওয়া কোনো কিছু বুঝতে না পারলে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এর জন্য সামান্য টাকা তিনি নেন। কোনো রকমে যাতে সংসারটা চলে। শাবাস! দুয়ারে বিধান কর্মসূচি।

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'এর সৌজন্যে জমজমাট বঙ্গের আকাঙ্খিত চৈত্র সেলের বাজার

দেবাশিস রায় : 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'এর সৌজন্যে জমজমাট চৈত্র সেলের বাজার। বৎসরান্তের মাস পহেলাতেই সর্বত্র হাটবাজারগুলিতে চৈত্র সেলের কেনাকাটা শুরু হয়ে গিয়েছিল।তারপর সময় যত গড়িয়েছে কেনাকাটার ভিড় বেড়েছে।এই কেনাকাটার ভিড়ের সিংহভাগটাই দখলে রেখেছে রাজ্যের মহিলা মহল। তারাই নাকি চৈত্র সেল বাজারের 'লক্ষ্মী'। রাজ্য সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'–এর মাসিক অনুদানের টাকাতেই নাকি এই বাজারে মহিলাদের মধ্যে কেনাকাটার ধুম পড়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর বিতর্ক চলতে থাকলেও বঙ্গনারী মহলের একটা বিরাট অংশই কিন্তু বর্তমানে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নিয়ে যথেষ্টই আগ্রহী। রাজ্যের 'মা–মাটি–মানুষ'–এর সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত এই প্রকল্প যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কাছে যথেষ্টই চাপের

সেকথা বলাই বাহুল্য। এদিকে সেই প্রকল্পের টাকার জোরেই ছাপোষা পরিবারগুলির 'লক্ষ্মী' চৈত্র সেলের কেনাকাটার আনন্দে মশগুল। এবারে নাকি অনেকেরই আশঙ্কা ছিল চৈত্র সেল ঠিকঠাক জমবে না। মানুষের হাতে নাকি টাকাপয়সার বড্ড অভাব। কিন্তু, সেই সকল আশঙ্কা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে জমে গেল বাঙালির চির আকাঙ্খিত বৎসরান্তের 'চৈত্র সেল' বাজার।

বাংলা বছর শেষের এই মাস শহর থেকে মফস্বলের হাটবাজারগুলি দিন–রাত পসারিদের হাঁকডাকে মুখরিত হয়ে ওঠে। চারিদিকে শত শত মানুষের হইচইয়ের বুক চিড়ে একটাই শব্দবন্ধ ভেসে আসে 'সেল'.. 'সেল'.. 'সেল'। শাড়ি থেকে শুরু করে হরেকপ্রকার জিনিসপত্রের সস্তায় বিকিকিনির জন্যই এই 'চৈত্র সেল' বাজার।আর যেকারণেই এই সময়টায় বাজারগুলির অলিগলি সর্বত্রই মানুষের কেনাকাটার ভিড়ে ঠাসা থাকে। এটাও বাংলার অন্যতম স্বতন্ত্র চিত্র।সেই 'চৈত্র সেল'–এর কার্যত কোনোবার করুণ দশা চোখে পড়েনি। এমনকী, ২০২০ সালে অতিমারি করোনা পরিস্থিতির পরেও পরপর দু'বছরে পসারি তথা ব্যবসায়ীরা বছর শেষে স্টক ক্লিয়ারেন্স সেলের মাধ্যমে আশাতীত পরিমাণ নগদ টাকা ঘরে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।বিভিন্ন বাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার নাকি বঙ্গ মহিলা মহলের দেদার কেনাকাটার সৌজন্যে চৈত্র মাসের মাঝামাঝিতেই পসারিদের বিক্রিবাট্টার লক্ষ্যমাত্রা অর্ধেকাংশ পূরণ হয়ে যায়। এই চমকপ্রদ পরিস্থিতিতে পসারিরাদের মুখের হাসি বেশ চওড়া। একটা সময় ছিল চৈত্র মাস পড়লেই শহরের বিভিন্ন দোকানের পক্ষ থেকে প্রচারগাড়ি দিকে দিকে বেরিয়ে পড়ত। এই প্রচারের লক্ষ্যই হল বৎসরান্তে মালপত্রের মজুত খালাস করা এবং সেটা যথেষ্টই সস্তা দরে। পছন্দমতো মালপত্র কেনাকাটার জন্যই এই সময়ে দিকে দিকে বাজারহাটে ভিড় উপচে পড়তে দেখা যায়। তবে, বঙ্গের 'চৈত্র সেল' বাজারের সেই চিরাচরিত চেনা ছবিটায় কিছুটা হলেও বদল এসেছে।এখন অনেক জায়গাতেই চৈত্র সেলের উদ্দেশ্যে সেরকম প্রচারগাড়ি কার্যত দেখা যায় না। এখন মানুষ জানে, চৈত্র মাসের শুরু থেকেই চৈত্র সেলের বাজার বসে। তাই প্রথম দিন থেকেই হাটবাজারে লোকজনের নিত্য যাতায়াত থাকে। একইসঙ্গে বঙ্গসমাজের একটা বড়ো অংশের মানুষের কাছে চৈত্র সেলে কেনাকাটা করাটা যেন একটা বাড়তি আবেগ। এসময় ফুটপাথজুড়ে পসারিদের ঘিরে ক্রেতাদের জিনিসপত্র বাছাই করার পর সহাস্যে বেশ দরকষাকষি চলে। নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে ছাপোষা মানুষজনের পাশাপাশি পসারি তথা ব্যবসায়ী সকলের কাছেই চৈত্র সেলের এই বাজার চির আকাঙ্খিত।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বজবজ মিউনিসিপ্যালিটির বহু জায়গা অবৈধভাবে দখল প্রশাসন নির্বিকার

(নিজস্ব সাংবাদিক)

সংবাদে প্রকাশ, সমগ্র বজবজ মিউনিসিপ্যালিটি জুড়ে অবৈধভাবে জায়গা দখল করে ঘরবাড়ী, দোকানপাট তৈরি হচ্ছে। কোন কোন স্থলে রাস্তা ও জলনিকাশী পথ বন্ধ করা হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির জমি অবৈধভাবে দখল করা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নজরে আনা সত্ত্বেও কোন কাজ হয়নি বলে স্থানীয় জনসাধারণ অভিযোগ করেন। প্রকাশ, প্রধান জল নিষ্কাশনের পথ গঙ্গা থেকে কাটা খাল পর্যন্ত ভরাট করে ঘরবাড়ী তৈরি হয়েছে। আগামী বর্ষায় বহু অঞ্চল জলমগ্ন হবে বলে জনসাধারণ আশঙ্কা করছেন।

আরও প্রকাশ, বজবজ মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসক ও কর্মচারীগণের যোগ সাজসেই জবর দখলেরই অপকর্ম চলছে। জনসাধারণের ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙবে কি?

৭ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৪ই এপ্রিল ১৯৭৩, ১লা বৈশাখ, ১৩৮০, শনিবার

অস্ত্র কারখানার হদিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ মার্চ বীরভূম জেলার মাড়গ্রাম থানার বীরভূম মুর্শিদাবাদ সীমানার কালিদহ এলাকায় পুলিশের নাকা চেকিং–এর সময় বীরভূমের দিকে আসছিল একটি নম্বরবিহীন বাইক । তাকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালালে মোটর সাইকেলের টুলবক্স থেকে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র, তিন রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃত মুর্শেদ শেখের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার শুনিয়া গ্রামে। তাকে গ্রেপ্তার করে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ১ এপ্রিল রাতে তার গ্রামের বাড়িতে অভিযান চালায় মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। উদ্ধার করে অস্ত্র তৈরীর বিভিন্ন সরঞ্জাম। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই মুর্শেদ শেখ বাড়িতেই আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতো। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ৮ এপ্রিল – ১৪ এপ্রিল, ২০২৩

হায় রাম!

হায় রাম! যে মহানায়কের লীলাভূমিতে সম্প্রদায়, জাত, ধর্ম, বর্ণের কোনো স্থান ছিল না তাঁকে ঘিরেই ফিরে ফিরে আসে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, ধর্মের গোঁড়ামি। পুরুষোত্তম শ্রীরাম যখন ভারত শাসন করেছেন তখন মানুষের পদবি পর্যন্ত ছিল না। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ছিল না। নাম ছিল শুধু চিনবার জন্য। যে যার নির্দিষ্ট কর্ম করে কাজের নিরিখে পরিচিত হতেন। তাই তো আজও রাম রাজত্ব আমাদের স্বপ্ন।

রাম রাজত্ব দূরে থাক, কলি যুগে বর্তমান আসুরিক রাজত্বে শ্রীরাম শব্দটাই হানাহানির প্রতীক হয়ে উঠছে। শ্রীরামের নামে জয়ধ্বনি শুনলে কারোর গোঁসা হয়, কেউ ঢিল পাথর ছোড়ে, কেউ লাঠি সোটা নিয়ে তেড়ে আসে। আবার একদল আছে যাদের মুখে শ্রীরাম কাজে অন্য কাম। ত্রেতা যুগে রাক্ষস, শয়তান, দানবরা শ্রীরাম ধ্বনি শুনলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতো। প্রশ্ন জাগে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কলি যুগে বসবাসকারী এরা তবে কারা? শূন্যস্ত বিশ্বে এরা কি তবে অমৃতের পুত্র নয়?

সনাতন ভারতবর্ষের দর্শন অনুযায়ী তা তো হওয়ার কথা নয়। গভীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে শয়তানের মগজের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে অমৃতের পুত্রদের অমৃতধারা চাপা পড়ে গিয়েছে, ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই একদিন এই অমৃতের পুত্ররাই প্রকৃত শয়তান হয়ে কলি যুগের অবসানের কারণ হবে। আবির্ভাব ঘটবে শ্রীরামের মতো আর এক অবতারের। ততদিন এরা অন্যের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেবে, নারী ধর্ষণে লিপ্ত হবে, নির্বিচারে হত্যা করবে, বিবিধ রকম দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়বে। আর এদের হাতিয়ার হল রাজনীতি নামক সেই শাসনধারা যেখানে ভালোমন্দর বিচার ক্রমশঃ হারিয়ে যেতে বসেছে। এই রাজনীতিতে চাই শুধু ক্ষমতা। তা বজায় রাখতে সবচেয়ে বড় মন্ত্র বিভাজন। একবার যখন মানুষকে পদবি ধরিয়ে দেওয়া গেছে, বেঁটে দেওয়া গেছে ধর্মে ধর্মে, বর্ণে বর্ণে তখন সংখ্যালঘু–সংখ্যাগুরু, হিন্দু –মুসলমানে ভাগ করে দিলে রাজনৈতিক ফায়দা প্রচুর। অতএব সাধু সাবধান, রাজনীতিকদের এই ফাঁদে পড়লেই বিপদ। জাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মিলেমিশে একসঙ্গে থাকলে তবেই এই অশুভ শক্তিকে হারানো সম্ভব।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ'

বাল্মীকি বললেন, উপস্থিত সকলের কলবাক্য স্তিমিত হলে বিশ্বামিত্র বললেন, হে রাম তোমার অন্য কিছু জানবার নেই। নিজ সূক্ষ্মবুদ্ধির দরুণ তুমি মূল বিষয় জেনেছ, এখন তোমার নির্মল বুদ্ধিতে সামান্য কিছু পরিমার্জন প্রয়োজন। ব্যাস পুত্র শুকদেবের মত তুমিও মূল বিষয় জ্ঞাত হয়েও শান্তির জন্য অপেক্ষা করছ মাত্র। ভগবান ব্যাসদেব পুত্রকে উপদেশ করেছিলেন, কিন্তু তাতেও তাঁর স্থিরতা না হওয়ায় পিতা ব্যাসদেব তাঁকে জনক ঋষির সমীপে প্রেরণ করেন। বহু প্রতীক্ষা এবং ধৈর্য্যের পরীক্ষার পর ঋষি জনকের সাক্ষাৎ হলে, জনকও তাঁকে তাঁর পিতা ব্যাসদেবের বাক্য–উপদেশের পুনরাবৃত্তি করলেন। শুকদেব পূর্বেই এই জ্ঞান লাভ করেছেন জানিয়ে সংশয় উচ্ছেদের উপদেশ প্রার্থনা করলে ঋষি জনক বললেন, এই জগতে অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব ভিন্ন কিছু নেই। অজ্ঞাত কারণে তিনি সংসারে বদ্ধ হন, অজ্ঞান ধ্বংস হলে সংসার বন্ধন ছিন্ন হয়ে আবার স্বরূপে বিশ্রান্ত হন। অল্প চেষ্টায় আত্মতত্ত্ব বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান আয়ত্ত হয়, কিন্তু বিষয় সমূহে বিতৃষ্ণশ আসে অতি কষ্টে। রাগ–দ্বেষ দ্বারা জ্ঞান বিচ্ছিন্ন না হওয়াই প্রকৃ তত্ত্বজ্ঞ হওয়ার সুলক্ষণ। শুকদেব! আপনি দৃশ্য প্রপঞ্চে বিতৃষ্ণ হয়েছেন, ভ্রান্তি বিদূরিত করে এখন আত্মায় স্থিত হন। অতঃপর শুকদেব অমল ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ন্য নির্বিকল্প সমাধিযোগে সাধনশীল হলেও এবং অবশেষ সাগরে জলকণা যেমন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, তেমনই পরমাত্মায় একীভূত হলেন। হে রামঃ বিষয়ে বিতৃষ্ণা হওয়ায় তোমার অন্তরে যে সত্যের উদয় হয়েছে, তাতে আর মাত্র সামান্য কিছু উপদেশ গুরু বশিষ্ঠের কাছে শুনে শান্তি লাভ কর। হে বশিষ্ঠ দেব! রামকে আপনি যুক্তি সহকারে সেই জ্ঞানোপদেশ সবিস্তারে বলুন যাতে উপস্থিত সকলে শ্রোতার পরম মঙ্গল সাধিত হয়। তাতে রামের সাথে সাথে সকল যোগ্য অধিকারীর শান্তি লাভ । মহাতেজা বশিষ্ঠ বললেন, সাধু বাক্য অবশ্য পালনীয়। বিশ্বামিত্রের আদেশ অনুযায়ী আমি সবিস্তারে আত্মতত্ত্ব আলোচনা করছি।

বশিষ্ঠ বললেন, সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্ম জগতের মঙ্গল সাধন করতে যে জ্ঞান উপদেশ করেছিলেন, আমি এখন তাই বলছি। মহাসূর্য্যস্বরূপ পরমাত্মার ব্যক্ত চৈতন্যশক্তির অন্তর্গত কত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ ত্রসরেণু প্রতিনিয়ত উদিত হচ্ছে আর বিলীন হচ্ছে, তার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। তারই মধ্যে মানব ইত্যাদি জীবকূল যেখানে যেমন কালের কবলে নিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে, তাঁর জীবাত্মা সূক্ষ্ম অতিবাহিক দেহে অবস্থাপ করে নিজ হৃদয় আকাশে বাসনাময় জগৎ কল্পা করতে থাকে। ঐ জীবাত্মা সকল 'তত্ত্বতঃ ব্রহ্মস্বরূপ এবং জন্ম–মৃত্যু ইত্যাদি বিকারশূন্য।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

বাগনানের মোটা পুকুর

হাওড়া বাগনানের গ্রামের নাম বাঁটুল, সেই গ্রামের এক পুকুর, নাম 'মোটা পুকুর', এখানে ডুব দিলে রোগা মানুষ মোটা হয়, স্নানের সময় এক মুঠি চাল পুঁটলি করে শোলায় বেঁধে ভাসিয়ে দিলে চাল ফুলে ওঠে, গ্রামে রয়েছে চণ্ডী মন্দির, শতাধিক প্রাচীন এই পুকুরকে অনেকেই অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মনে করেন

আমাদের নেতারা সব ফ্যালা বৈরাগী

নির্মল গোস্বামী

আমাদের গ্রামে ফ্যালা বৈরাগী নামে একজন লোক ছিল। রাস্তার ধারে ঝুপড়ি বেঁধে পরিবার নিয়ে বাস করত। সব সময় দেখতাম ফ্যালা বৈরাগীর পায়ে ন্যাকড়া দিয়ে ব্যান্ডেজের মতো করে বাঁধা থাকত, আর ফ্যালা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত। ফ্যালা বিড়লাপুরে জুটমিলে কাজ করত। কিন্তু বছরের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই সে কাজে যেতো না। ব্যাটা কাম চোর ছিল। অর্থাৎ কুঁড়ে। কিন্তু সংসারও চলত ওই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। যেমন ফ্যালা চলত। পায়ের ঘাকে কোনোদিন ভালো হতে দিত না। একটু শুকনো হলেই ক্ষতস্থানে ভ্যারাণ্ডাগাছের আঠা লাগিয়ে দিত। ক্ষতস্থান আবার বিষিয়ে উঠত। এখন প্রশ্ন হল ফ্যালা কেন নিজের অঙ্গের ঘাকে শুকতে দিত না? কারণ ওই ঘা–টাই ছিল তার মূলধন। ওই ভাঙিয়ে সে খেত। জুটমিলে কাজ করলে ইএসআই কার্ড থাকত। আর ওই ঘায়ের জন্য সে ছুটি পেত এবং ডাক্তারি পয়সা পেত। সেই পয়সাটা বেতনের থেকে কিছু কম হলেও অনেকটাই ছিল। ফ্যালা ওই ডাক্তারি ছুটির পয়সায় সংসার চালাত। ঘা ভালো হয়ে গেলে ডাক্তার ফিট সার্টিফিকেট দেবে, তখন আর ছুটির পয়সা পাওয়া যাবে না। তাই পায়ের ঘা যাতে না শুকোয় তার চেষ্টা করত সব সময়।

বর্তমান রাজ্য রাজনীতি নিয়ে ভাবতে বসে হঠাৎই ফ্যালার কথা মনে উদয় হল। মৃত অনেক মানুষের স্মৃতি তো মগজে আছে। ফ্যালার কথা কেন মনে হল? এই কথাটা ভাবতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল রামনবমীর মিছিল এবং তার প্রতিক্রিয়ায় বাংলার দু'তিন স্থানে সাম্প্রদায়িক হিংসার বহিঃপ্রকাশ। বর্তমানে বাংলার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক হিংসা হল ওই ফ্যালা বৈরাগীর পায়ের ঘায়ের মতো। স্বাভাবিক নিয়মে সেরে উঠলেও ফ্যালা যেমন তাকে খুঁচিয়ে ঘা করত ঠিক তেমনিভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসা স্বাভাবিকভাবে বন্ধ থাকলেও মাঝে মধ্যে রাজনীতির কারবারিরা বাতাস দিয়ে ছাই চাপা আগুনকে উসকে দেয়। যাতে আবার কোথাও না কোথাও হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে এবং তা রাজনীতির চর্চার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফ্যালা যেমন ঘরে বসে বসে ছুটির পয়সা পেত। রাজনীতিকরাও এই সাম্প্রদায়িক হিংসার ডিভেন্ডট পায় ভোটের বাক্সে। তাই আমাদের সামাজিক ক্ষত স্বরূপ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বা হিংসা যা বর্তমানে আছে সেই সামাজিক বা ধার্মিক ব্যধিকে সারিয়ে তোলার পরিবর্তে রাজনীতিকরা সময়ে সময়ে তাকে ঘুম থেকে ডেকে জাগিয়ে দেয়– ওঠো তোমরা ঘুমিয়ে থাকলে ধর্মের কী হবে!

রামনবমীর মিছিলে হামলা হোক বা মিছিল থেকে হামলা হোক, এই হামলা পরিকল্পনা মাফিক হোক বা স্বাভাবিক ভাবেই হোক, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় হোক বা প্রচ্ছন্ন মদতেই হোক সরকার এবং বিরোধী পক্ষ উভয়েই লাভের আশায় বুক বাঁধছে। এই সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা থেকে উভয়েই পঞ্চায়েত ভোটে ফয়দার অঙ্ক কষতে শুরু করেছে।

আসল পরিকল্পনা হল এই রকম– শাসক দল যখন বিশেষ করে চাকরি চুরির দায়ে শুধু আদালতের কাঠগড়ায় নয়, জনতার দরবারেও ধীকৃত, ঘৃণিত হচ্ছে, বুদ্ধিজীবী মহল থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত যখন তৃণমূল সরকারের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে, অনীশ হত্যা, বগটুই কাণ্ড এবং আইএইএফের এলএলএ কে জেলে পোরা নিয়ে বাংলার দুধেল গাই সম্প্রদায় যখন তৃণমূলের থেকে মুখ ফেরাতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই সাগরদীঘী উপনির্বাচনে বাম কংগ্রেস জোটের বিপুল জয় সূচিত করল যে তৃণমূলের একচেটিয়া অধিকারে বাম–কংগ্রেস ভাগ বসাচ্ছে। চিন্তিত তৃণমূলের এমন একটা ইস্যুর প্রয়োজন ছিল যা তাদের করা কুকর্ম থেকে মানুষের চিন্তাকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়।

ওদিকে প্রধান বিরোধী সাগরদিঘির উপ নির্বাচনে তৃতীয় স্থান পেয়ে চিন্তিত ছিল। দ্বিতীয় স্থানটা না বাম– কংগ্রেস জোটের কব্জায় চলে যায়। তাই তারা রাম নবমীকে হাতিয়ার করে খেলা শুরু করল। এক কোটি রাম ভক্তকে পথে নামিয়ে ডিজের তালে তালে উদ্দাম হুল্লোড়ে রামের নামে শক্তি প্রদর্শনের পরীক্ষায় নামল। এতে রামের মহিমা কতটুকু বাড়ল বা রামভক্তদের জীবন জীবিকায় কি সুখবর বয়ে আনল সে প্রশ্ন বাতুলতা মাত্র। বিজেপি ভাবল যদি শাসককুল তাদের প্ররোচনায় পা দেয় তাহলে তাদের লাভ। হিন্দু ভোট যদি বাম–কংগ্রেসের জোটের কাছে যায় তাহলে তাদের সমূহ বিপদ। এমনিতেই আমজনতা বুঝে গেছে দিদি–মোদীর গোপন সমঝোতার কথা। তদন্তের গতি প্রকৃতি দেখে তাদের মনের সন্দেহ ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছে। অনেকেই বাম–কংগ্রেসের জোটের প্রতি আস্থা রাখতে শুরু করেছে। হিন্দু ভোট এক কাট্টা করার এক মাত্র পথ হল সাম্প্রদায়িক ফাটলকে কাজে লাগানো। মিছিলের উপর আক্রমণ হবে, দোকান, ঘর বাড়ি পুড়বে, গাড়ি জ্বলবে। এবং স্বাভাবিক কারনেই সরকার সংখ্যালঘুর পক্ষ নেবে এবং নিয়েছেও। বাম কংগ্রেসের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে। তারা কোন পক্ষ নেবে না। ফলে হিন্দু মুসলমান ভোট দুভাগে ভাগ হয়ে যাবে। তৃণমূলের পায়ের তলায় মাটি আবার শক্ত হবে। তারা সংখ্যালঘুদের খুব সহজেই বোঝাতে পারবে যে দেখ বিজেপি এলে তোমরা নিরাপদ নও। আমরাই তোমাদের রক্ষাকর্তা। আর মিডিয়াকুল কয়েকদিন এই প্রচার নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। অনুব্রত, পার্থ, শান্তনু, গোপাল, মানিকরা কিছুদিন প্রচারের আড়ালে চলে যাবে। জনমন দুই মেরুতেই চিন্তা কেন্দ্রীভূত করবে। রাজনীতিকরা যা চেয়ে ছিল তাই পাবে।

পায়ের ক্ষতকে কাজে লাগাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ফ্যালা বৈরাগীর পা কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। আমাদের দেশের আশঙ্কাটা অনেকটা সেই রকম। আশু ক্ষমতা লাভের আশায় এই যে সাম্প্রদায়িক ক্ষতকে বিষিয়ে তোলার প্রচেষ্টা করে রাজনৈতিক দলগুলো ফায়দা লুটছে তার ফলে একদিন ভারত মাতার অঙ্গ হানি হবে না তো! যেমন অতীতে হয়েছিল লড়কে লেঙ্গা পাকিস্তানের মতো। আবার দেশভাগের আওয়াজ তুলবে না তো কোন এক পক্ষ! সন্দেহ জাগে, কারণ আমরা ঘর পোড়া গরু।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস কি আদৌ ঘুরে দাঁড়াতে পারবে

শক্তি ধর

পশ্চিমবঙ্গে সরকার চালাতে গিয়ে দুর্নীতিতে কালিমালিপ্ত, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ, ক্ষোভ বিক্ষোভের মুখে পড়ে কার্যত বেসামাল তৃণমূল কংগ্রেস কি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? বঙ্গবাসীদের কাছে এটাই এখন সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। যদিও এর ইতিবাচক জবাব দিতে মাঠে নেমে পড়েছেন খোদ দলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তবে তিনি যে খুব সাফল্যের সঙ্গে ড্যামেজ সামাল দিতে পারছেন তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না। দলের নিচুতলাতেও উপেক্ষিত হতে শুরু করেছেন। তাই মমতা নিজে পঞ্চায়েতে প্রার্থী বাছাই করবেন বলা সত্বেও প্রার্থী পদ নিয়ে দন্দ্ব লেগেই রয়েছে। খোদ মমতার বুথ সম্মেলনেও আসছেন না ক্ষুব্ধ বুথ কর্মীরা। জেলা সফরে যাওয়া মমতাকে নিয়ে আগের সেই উন্মাদনাও চোখে পড়ছে না। স্কুল স্টুডেন্টদের ডেকে এনে ভরাতে হচ্ছে মমতার সভা।

অবশ্য মাঠ ছাড়েননি বাংলার মানুষের মন বুঝতে এক্সপার্ট বলে পরিচিত মমতা। বলতে শুরু করেছেন তাঁর অজান্তেই চাকরি বিক্রি করেছেন নেতারা। ফের ঢাক ঢোল পিটিয়ে শুরু করেছেন দুয়ারে সরকার। দুদিনের ধর্ণা মঞ্চে বসে বলেছেন সরকারের থেকেও দল তাঁর কাছে প্রিয়। প্রশ্ন উঠেছে তবে কি সরকার চালানোর মোহ কেটে যাচ্ছে মমতার?

এদিকে ভোটার লিস্ট প্রকাশ করে, সর্বদল বৈঠক করে রাজ্য পুলিশ দিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রায় মাঠে নেমে পড়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। বিরোধী দলনেতার মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত জানিয়ে দিয়েছে তারা এখনই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো হস্তক্ষেপ করতে চায় না। অনেক প্রশ্ন থাকলেও ধরে নেওয়া যায় পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছেই। সত্যি যদি তা হয় তাহলে মাত্র দেড় দুমাসের মধ্যে মানুষের সব বঞ্চনার অভিযোগ, দলের সব গোষ্ঠীদন্দ্ব মুছে ফেলতে হবে। সেটা মমতার পক্ষে কতটা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আসলে একমাত্র অভিষেক ছাড়া মমতার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। দলের সিনিয়র নেতারা যে কোনো কারণেই হোক কুঁকড়ে গিয়েছেন। মমতাও সম্ভবত এঁদের প্রতি শেকি হয়ে পড়েছেন। হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ এর আগে যাকে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁদের

রাজনীতির পটে

কেউ দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন, কেউ দল বদল করেছেন, কেউ আবার পরলোক গমন করেছেন। এমনকী দলের কার্যকলাপ দেখে নিচুতলায় বহু পুরোনো কর্মী বসে গিয়েছেন। মানুষও সংবাদ মাধ্যমের দৈনন্দিন খবর বিশ্লেষণ, আদালতের মন্তব্য, ইডি–সিবিআইয়ের তদন্তে বুঝতে শুরু করেছে মমতার আশপাশের নেতা নেত্রীরা প্রায় সবাই দুর্নীতিগ্রস্থ। ফলে ১২ বছর ধরে সরকার চালানোর পর মমতা ক্রমশঃ নিঃসঙ্গতায় ডুবে যাচ্ছেন যেটা দলের পক্ষে মোটেই শুভ লক্ষণ নয়।

এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে অতীতের কিছু ভুল তৃণমূল কংগ্রেসের চলার পথ আরও দুর্গম করে তুলেছে। যার মধ্যে রয়েছে পুলিশের হাতে ধৃত কর্মীকে ছাড়াতে সরাসরি মমতার থানায় চলে যাওয়া, সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা, তাকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা, বাম আমলের কুকর্মের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া, ২০১৬ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সন্ত্রাসে পরিণত করা, দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া নেতাদের প্রতি নরম মনোভাব দেখানো, আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া নেতা নেত্রীদের জীবনধারনে নজর না রাখা। এমনকী দুর্নীতির তদন্তে ধৃত মানিক ভট্টাচার্য ও অনুব্রত মণ্ডলকে স্বপদে রেখে দেওয়াটাও জনমনে যে বিপুল বিরূপ প্রভাব ফেলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যদি পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় তাহলে এসব নিয়েই গ্রাম বাংলার মানুষের সামনে দাঁড়াতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসকে। যদি বলছি কারণ রাজ্যে যেভাবে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে শুরু করেছে (অনেকে বলছেন এসব ইচ্ছা করে করানো হচ্ছে) তাতে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ জাগাটাই স্বাভাবিক। গত বুধবার ইডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে আদালতে কেস ডায়েরি পেশ করে প্রভাবশালীদের নামের যে ইঙ্গিত দিয়েছে তাতে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় তার উপরও নির্ভর করছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভবিষ্যত।

সাগরদিঘীর উপনির্বাচনের পরেই কাজটা আরো কঠিন হয়ে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে। সাগরদিঘীর ফলাফল দেখিয়েছে কীভাবে তৃণমূল বিরোধী ভোট এককাট্টা হয়েছে দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে। এমনকী সংখ্যালঘু ভোটও তৃণমূলের হাতছাড়া হয়েছে সাগরদিঘীতে। ফলে, বিপুল চাপের মুখে তৃণমূলনেত্রীকে লড়তে হচ্ছে একা। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছেন সংখ্যালঘু ভোট নিজের দিকে ফিরিয়ে আনতে এবং বিরোধীদের ঐক্যকে ভাঙতে। কিন্তু সে আশা যে ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে তা দেখিয়ে দিয়েছে রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তীর উন্মাদন। সব মিলিয়ে এখন ব্যাপক চাপের মুখে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা–নেত্রীরা।

দেশ দেশান্তরে

চিনা থাবা অরুণাচলে

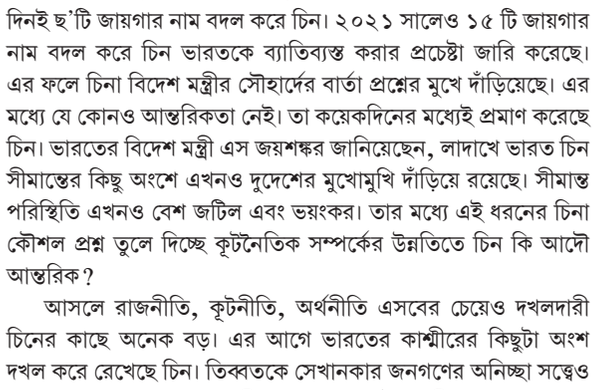

প্রণব গুহ

হাসতে হাসতে পিছন থেকে খুন করার প্রবণতা ভয়ংকরতম অপরাধের মধ্যে পড়ে। আর এই অপরাধ করার ক্ষেত্রে চিনের জুড়ি নেই। মাত্র কয়েকদিন আগে যে চিন বিদেশমন্ত্রী কিন গ্যাংকে ভারতে পাঠিয়ে সৌহার্দের বার্তা দিয়েছে সেই কয়েক দিনের মধ্যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অরুণাচল প্রদেশের ১১টি অঞ্চলের নাম বদলের ঘোষণা করে আগ্রাসনের ছুরিকাহত করেছে ভারতকে। সে দেশের সরকারি সংবাদ মাধ্যম গ্লোবাল টাইমসে প্রকাশিত হয়েছে এই ঘোষণা। অরুণাচলের ওই অংশকে জাংনান বলে উল্লেখ করে একে তিব্বতের দক্ষিণ অংশ বলে ঘোষণা করেছে চিন। ১১ট জায়গার মধ্যে রয়েছে পাঁচটি পর্বত শৃঙ্গ, দুটি ভূমি অঞ্চল, দুটি আবাসন এলাকা এবং দুটি নদী। স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত। জানানো হয়েছে চিনের এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি এই প্রচেষ্টার নিন্দা করে স্পষ্ট জানিয়েছেন চিনের এই ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম নয়। নাম বদল করে এই ধরনের দখলদারির চেষ্টার কোনও বাস্তবতা নেই। অরুণাচল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল আছে, থাকবে।

এর আগে ২০১৭ সালে দলাই লামা অরুণাচল সফরে যাওয়ার পরের দিনই ছ'টি জায়গার নাম বদল করে চিন। ২০২১ সালেও ১৫ টি জায়গার নাম বদল করে চিন ভারতকে ব্যাতিব্যস্ত করার প্রচেষ্টা জারি করেছে। এর ফলে চিনা বিদেশ মন্ত্রীর সৌহার্দের বার্তা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে যে কোনও আন্তরিকতা নেই। তা কয়েকদিনের মধ্যেই প্রমাণ করেছে চিন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, লাদাখে ভারত চিন সীমান্তের কিছু অংশে এখনও দুদেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সীমান্ত পরিস্থিতি এখনও বেশ জটিল এবং ভয়ংকর। তার মধ্যে এই ধরনের চিনা কৌশল প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতিতে চিন কি আদৌ আন্তরিক?

আসলে রাজনীতি, কূটনীতি, অর্থনীতি এসবের চেয়েও দখলদারী চিনের কাছে অনেক বড়। এর আগে ভারতের কাশ্মীরের কিছুটা অংশ দখল করে রেখেছে চিন। তিব্বতকে সেখানকার জনগণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও দখল করেছে সেখানকার জমি। আজও প্রচেষ্টা জারি রেখেছে সুযোগ পেলেই ভারতের জমি দখলের। ডোকলামে আমরা তার প্রমাণ দেখেছি। ভারতীয় সেনাদের দৃঢ়তায় পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে চিন। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণভাবে সরে যায়নি। চলছে কূটনৈতিক আলোচনা। তার মাঝে চিনের এই প্রচেষ্টার নিন্দা করেছে আমেরিকা। চিনের বিরুদ্ধে একজোট হতে ইতিমধ্যে আমেরিকা ভারত জাপান যৌথ মহড়া চালাচ্ছে। দক্ষিণ সাগর জুড়ে দখাদারিতেও নেমেছে চিন। ক্রমশ দখলদারির প্রতিমূর্তি হয়ে উঠছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং।

চিন ভুলে গিয়েছে ১৯৬২–র ভারত আর ২০২৩–এর ভারতে অনেক তফাৎ। চিনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারত ইতিমধ্যে সীমান্তে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সীমান্ত পর্যন্ত রাস্তা সেতু নির্মাণ চলছে জোর কদমে। যাতে চিনের যে কোনও রকম পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়ানো যায়। এক সময়ে অহিংসার বাণী পৌঁছে ছিল চিনেও। বুদ্ধ সেখানে পূজিত হতেন। অথচ সেই চিন আজ বামপন্থীদের হাত ধরে আগ্রাসনের থাবা ক্রমশ বিস্তৃত করছে প্রতিবেশি দেশগুলোর দিকে। ভারত কোনও দিনই যুদ্ধ চায়নি অথচ আক্রান্ত হয়েছে বারবার তবুও সে প্রতি আক্রমণে যায়নি। এভাবেই একসময়ের ভারতবর্ষ বেশ কয়েকটি খণ্ডে টুকরো হয়ে গিয়েছে। অথচ মূল ভারতভূমিতে আজও শান্তির বার্তা ধ্বনিত হয় আকাশে বাতাসে। ভারত বুদ্ধদেবের মতো অহিংসার জনককে জন্ম দিয়েছে কিন্তু প্রয়োজনে তাকেও রুখে দাঁড়াতে হবে দখলদারির বিরুদ্ধে। পুরনো রাজারাজরাদের মতো বিলাশ ব্যসনে সাহিত্য সংস্কৃতিতে ভেসে থাকলে সীমান্ত আক্রান্ত হতে বাধ্য। তাই দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে রুখে দাঁড়াতে হবে যে কোনও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। এটাই বর্তমান ভারতের শিক্ষা হওয়া উচিত।

পাঠকের কলম

দখলদারি মুক্ত হবে তো?

'সুখদা মুক্ষদা গঙ্গা গঙ্গাঐ পরমাংগতি'। আদি গঙ্গার প্রত্যেকটি জায়গাতেই চোখে পড়ছে পলি ভর্তি করা নৌকা ড্রেজিং চলছে জোর কদমে। গঙ্গার এই চওড়া সুন্দর মন যেন ভরে যাচ্ছে এটাই তো চায় করললিনী কলকাতার আপামোর মানুষজন। ঐতিহ্য যেন এমনভাবেই বহে চলে কোনো বাধা না হয়ে দাঁড়ায় কোনো কিছুই। তবে আলোচনা কানে কিছুটা হলেও ভেসে আসে বড়ো বড়ো পোস্টারে গঙ্গার ধারে আবর্জনা ফেলিবেন না বলে লেখা সত্যিই তো প্লাস্টিক বা অন্যান্য জিনিস কেনই বা গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হবে তবে খুব উঠছে অন্য জায়গায় বক্তব্য সাধারণ মানুষের যে তাহলে কী সসম্মানে পূজা করা প্রতিমা ও এখন আবর্জনায় পরিণত হচ্ছে প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন করা যায় না তাই এখন তাদের স্থান গঙ্গার পাড়ে কোনো গাছের তলায়। কর্মরত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে সবই সরকারি সিদ্ধান্ত নবমী গঙ্গের প্রকল্পে এই কাজ চলছে তবে আশা করা যায় কাজ সম্পূর্ণ হলে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা তারা অবশ্যই নেবে।

এছাড়াও আরো প্রশ্ন মনের মধ্যে বারবার জেগে উঠছে। গঙ্গা পাড়ের এই দখলদারি কি সত্যিই আদৌ মুক্ত হবে নাকি সেই রাজনীতির টানাটানিতে আদি গঙ্গার পাড় সৌন্দর্য হারাবে। কি কি পরিকল্পনামতো আমাদের বজ্র আমরা নিক্ষেপ আদি গঙ্গায় নিক্ষেপ না করে অন্য কোথাও ফেলব। আদি গঙ্গার জল কি ফিরে পাবে তার নিজের রূপ। রাজনীতির কালো চশমা খুলে ফেলে প্রকৃতির স্বার্থে দখলদারি মুক্ত করে আদিগঙ্গাকে নিজের রূপ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের প্রথম কর্তব্য বলে মনে হয়। গঙ্গা তো শুধু একটি সম্প্রদায়ের নয় তাকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করে আমরা সম্মান জানাই শুধুমাত্র সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য। তিনি না থাকলে সভ্যতাও হয়তো আস্তে আস্তে বিসর্জন হবে। তাই একটাই কামনা আদিগঙ্গা ফিরে পাক তার নিজের রূপ। কথিত আছে মা কালী এই আদি গঙ্গাতেই স্নান করতেন, মাঝেমধ্যেই মনে হয় মা কালী কি এখনো এই গঙ্গায় স্নান করেন নাকি অন্য কোনোখানে তার জায়গা বদলিয়েছে। তাই শুধু স্কাইওয়ার্ক বা বিভিন্ন তোরণে কালীঘাটকে সাজিয়ে কালি ক্ষেত্রর আরেকটি নিদর্শন আদি গঙ্গাকে অবহেলায় তাচ্ছিল্য করলে কি কালীঘাট সম্পূর্ণভাবে সেজে উঠবে?

অজিত প্রামাণিক
রাসবিহারী, দক্ষিণ কলকাতা

রাজ্যে গণতন্ত্র নেই,গুন্ডারাজ চলছে : প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুয়ারে কড়া নাড়তে শুরু করেছে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে মে কিংবা জুন মাসেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের সংগঠনকে চাঙ্গা করে মনোবল বাড়িয়ে তুলতে বৈঠক শুরু করেছে। ক্যানিং ১ নম্বর মণ্ডল বিজেপির ডাকে বন্ধুমহলে রাজনৈতিককর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ ও নারী সুরক্ষা প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি সুমিত দাশ, রাজ্য সম্পাদক নবারুণ নায়েক,জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর,জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার, জেলার সাধারণ সম্পাদিকা মামনি দাস, জেলা যুবমোর্চা সভাপতি অসীম সাঁপুই, জেলা সম্পাদক অসিত মণ্ডল, জেলা যুবমোর্চা সহ সভাপতি পবিত্র পাত্র, ক্যানিং ১ মণ্ডলের সভাপতি মনোজ সরকার, জয়নগর লোকসভার কনভেনার রামকৃষ্ণ প্রামাণিক, ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার কনভেনার দিলীপ বৈদ্য সহ অন্যান্য বিজেপির সাংগঠনিক নেতৃত্ব। এদিন বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সোজা চলে যান ২০২১ নির্বাচনে এবং সাম্প্রতিককালে আক্রান্ত ঘরছাড়া বিজেপিকর্মীদের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী আক্রান্ত পরিবারের লোকজনদের সান্ত্বনা দেন। পাশাপাশি তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন '২০২১ এ নির্বাচনের পর জেসিবি দিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে শাসকদলের দুষ্কৃতিরা। দলের কর্মীরা ঘরছাড়া ছিল। হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁরা বাড়িতে ফিরেছিলেন। ১৫ দিনের মধ্যে আবারও আক্রান্ত তাঁরা। তাঁদের বাড়িঘর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে শাসকদলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতিরা। আবারও ঘরছাড়া! তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো দল করা চলবে না এমনই ফতেয়া। নিজের বাড়িতে থাকতে গেলে কমিশন দিতে হয়। আর মুখে গণতন্ত্র এর কথা বলছে রাজ্যের শাসক দল। বলছে মা মাটি মানুষের সরকার। এটা লজ্জা। যেখানে মায়েদের ইজ্জত নিলাম হচ্ছে, প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত হচ্ছে মাটি, সাধারণ মানুষ আক্রান্ত। রাজ্যের ৬০ শতাংশ মানুষ সুরক্ষিত নয়। বাংলার মানুষের অধিকার লুঠ করছে শাসক দল। রাজ্যে প্রশাসন বলে কিছুই নেই। প্রশাসনের উর্দি পরেও তারা সুরক্ষিত নয়। সাধারণ মানুষ ও নিরাপদ নয়। এমনকী আমিও নিরাপদ নই। এটা গণতন্ত্রের লজ্জা। পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র এমন হিংসার রাজনীতি করছে শাসকদল। এক কথায় গুন্ডারাজ চলছে রাজ্যের সর্বত্র। এর প্রতিকারের জন্য দিল্লিতে গিয়ে সমস্ত কিছুই জানাবো। বিজেপি হিংসার রাজনীতির করে না। গণতন্ত্রের মাধ্যমে লড়াই করে। এর প্রতিকার করতে সকল স্তরের সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এবং নির্বাচনের মধ্যদিয়ে এই গুন্ডারাজ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। তবেই বাংলায় শান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। আমরা চাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ।'

ক্যানিংয়ে দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত গঠনের ডাক নওশাদ সিদ্দিকীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ক্যানিং : আমরা কাটমানির জন্য রাজনীতি করি না। সবাই ঘরের পয়সা খরচ করে রাজনীতি করি। আমাদের কর্মীরাও তাই করেন। সুতরাং আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাধারণ মানুষ যদি আমাদের ভোট দিয়ে পঞ্চায়েত গঠন করার ক্ষমতা দেয়,তাহলে আমরা দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত তৈরি করবো। শুধু তাই নয়, এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাঁরা প্রার্থী হবেন তাঁদের সকলের সম্পত্তির খতিয়ান আমাদের দলীয় কার্যালয় জমা দিতে হবে। ৫ বছর পরে সেই সদস্যের সমস্ত সম্পত্তির খতিয়ান খতিয়ে দেখা হবে। যদি কোনো সদস্য দুর্নীতি করে এবং প্রমাণ হয় যে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তাহলে সেই সদস্যকে আমরা 'রি -কল' করব। অর্থাৎ সেই সদস্যকে পদত্যাগ করিয়ে নতুনভাবে ভোট হবে। এবং অন্যায়কারী সদস্য যাতে শাস্তি পায় সেবিষয়ে আইনি প্রক্রিয়ায় যাব। বুধবার দক্ষিণ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনগর এলাকায় একটি দলীয় কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমন কথা বলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী।

এদিন এই দলীয় কর্মী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জেলা পুলিশের তরফ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন নওশাদ সিদ্দিকী দলীয় কর্মী সম্মেলনে আসার পথে পুলিশের তরফ থেকে কর্মীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, আমাদের কর্মীরা এই সম্মেলনে আসতে চাইছিল। বিভিন্নভাবে তাদেরকে রাস্তায় আটকে দেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক আইন দেখিয়ে বহু গাড়ির চাবি কেড়ে নিয়ে কেস দেওয়া হয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। বহু দলীয় কর্মী সমর্থকরা শাসকদলের ভয়কে উপেক্ষা করে এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, আইএসএফ পঞ্চায়েত গঠন করার পর প্রতিটি মহিলাকে আর্থিকভাবে যেমন স্বাবলম্বী করবে, তেমনি গরিব মানুষ তাঁর প্রাপ্য যাতে বুঝে পায় সে ব্যবস্থাও করবে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর কোনোরকম কাটমানি ছাড়াই সঠিক প্রাপকদের হাতে পৌঁছোবে। শুধু তাই নয় রাজনীতির কারণে গ্রামের মানুষের মধ্যে সৌজন্য নেই বললেই চলে। গ্রামের মানুষের মধ্যে সৌজন্য ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রতিবেশীরা যে যাই দল করুক না কেন তাঁদের সকলকেই একসাথে নিয়ে চলতে হবে। এবং আমরা দুয়ারে সদস্য পাঠানোর ব্যবস্থা করব। শুধু ভোটের সময় নয় প্রতিটি পরিবারের কাছে যাতে সারাবছর আমাদের সদস্যরা পৌঁছে যায় তা দেখা হবে।

হুগলি ও হাওড়ার সাম্প্রদায়িক গন্ডগোলকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার জন্য পুলিশের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন ভাঙড়ের বিধায়ক। এদিন এই সভায় ছিলেন জেলা সভাপতি আব্দুল মালেক মোল্লা, সম্পাদক শাহজাহান লস্কর, সহসম্পাদক মেঘনাথ হালদার সহ অন্যান্য আইএসএফ নেতৃত্ব।

মহেশতলা ম্যারাথন ও মেলডিতে জমজমাট বর্ষবরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পুরাতন ডাকঘরের সংস্থা সবুজ সংঘ রবীন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে আগামী ১ বৈশাখ হতে চলেছে ১৫ কিলোমিটার মহেশতলা ম্যারাথন প্রতিযোগিতা এবং মহেশতলা মেলডি। উৎসব কমিটির সভাপতি সোমনাথ সিংহ রায় জানালেন মহেশতলা ম্যারাথনে সারা ভারতবর্ষ থেকে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করবেন। মহেশতলা মেলডিতে মহেশতলার ৭ জন সঙ্গীত শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন। অডিশনের মাধ্যমে তাদের বেছে নেওয়া হয়েছে। বিচারক হিসাবে থাকবেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীরা। মহেশতলা ম্যারাথনে পুরস্কার হিসাবে থাকছে নগদ অর্থ। প্রথম ২৫ হাজার, দ্বিতীয় ১৫ হাজার, তৃতীয় ১০ হাজার, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পুরস্কার ৫ হাজার টাকা। মহেশতলা মেলডিতে থাকছে প্রথম ১৫ হাজার, দ্বিতীয় ১০ হাজার, তৃতীয় ৫ হাজার এবং চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম পুরস্কার দু হাজার টাকা। অনুষ্ঠানের আয়োজক অনুপম নস্কর সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বাওয়ালীতে বিজেপির মোমবাতি মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামনবমীর মিছিল ঘিরে হুগলি জেলায় অশান্তি সৃষ্টি হয়। বিজেপির অভিযোগ হুগলি জেলার বিজেপি সভাপতি এবং সর্বভারতীয় বিজেপির সহ সভাপতি দিলিপ ঘোষের ওপর হামলা হয়। অনেক বিজেপি কর্মীও আক্রান্ত হন। তারই প্রতিবাদে গত ৩ এপ্রিল দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানার অন্তর্গত বাওয়ালী ট্রেকার স্ট্যান্ডে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি মোমবাতি মিছিল বের হয়। ডাঃ হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার এবং বজবজ বিধানসভার বিজেপির নেতা নেত্রী ও কর্মীরা মিছিলে পা মেলান।

পঞ্চায়েত নির্বাচনই পাখির চোখ, ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনই শাসকদলের কাছে পাখির চোখ। দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। তবে নির্বাচন কমিশন যেকোন মুহূর্তে নির্বাচনের সময় ঘোষণা করতে পারেন। আর সেই কারণেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক পরেশরাম দাস। সোমবার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা এলাকার ১০ টি পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, জেলা পরিষদ সদস্য ও একনিষ্ঠ কর্মীদের নিয়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই প্রাক নির্বাচনী প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস, ক্যানিং ১ ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি অরিত্র বসু, জেলাপরিষদ

সদস্য তপন সাহা, সুশীল সরদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিমা মিস্ত্রী, মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্বে।

উল্লেখ্য বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা এলাকার ১০টি পঞ্চায়েতেই ক্ষমতা দখল করেছিল শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। বর্তমানে রাজ্যজুড়ে শাসক দলের নেতা নেত্রীরা বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে জড়িত। তা প্রকাশ্যে আসতেই সাধারণ মানুষের সামান্য একটা অংশ তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সরে আসতে চাইছে। আর সেই কারণে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা এলাকার ১০ পঞ্চায়েতের মধ্যে কয়েকটি পঞ্চায়েত হাতছাড়া হতে পারে শাসক দলের। আবার দুয়ারে সরকার জনমুখী প্রকল্পে অসংখ্য মানুষ উপকৃত। সেক্ষেত্রে শাসক দলের প্রতি আবার কিছু মানুষের আস্থা বেড়েছে। আবার বিরোধী দলগুলো সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষমতা ফিরতে মরিয়া। ফলে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভালো ফলাফল করতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে মরিয়া। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাতে করে বিধানসভা এলাকার একটিও পঞ্চায়েত হাতছাড়া না হয় তার জন্য দলীয় নেতা-নেত্রী ও কর্মীদের নিয়ে এই বৈঠক বলে জানা গিয়েছে। বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন,আগামী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে দলীয় ভাবে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। কাজ করতে গেলে কিছু ভুলত্রুটি হয়ে থাকে। সেগুলো শুধরে নেওয়ার জন্য কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে ফলাফল হয়েছিল, তার থেকে আরো ভালো ফলাফল হবে। কারণ, সাধারণ মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের সুবিধা অসুবিধা সমস্ত রকম অগ্রগতির কাজ হচ্ছে। যা বিগত বাম আমলে একদিনও হয়নি। বিশেষ করে দুয়ার সরকার প্রকল্পে গ্রামের লাখ লাখ মানুষ উপকৃত।'

৮ বছর ধরে বন্ধ পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল আশাহত

প্রথম পাতার পর

একটি সংকটজনক পরিস্থিতিতে গোবরডাঙা পুরসভার উদ্যোগে গোবরডাঙা গৈপুরে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পুরপ্রধান শঙ্কর দত্ত। তিনি বলেন, 'দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় গোবরডাঙা পুরসভাই এটি পরিচালনা করবে।' এ প্রসঙ্গে পবিত্রবাবু বলেন, 'দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্যে পুরসভা যে হাসপাতালটি চালু করেছে, সেখানে পরিষেবা পেতে গেলে টাকা খরচ করতে হবে। এই বিষয়টি আমরা সমর্থন বা অসমর্থন কিছুই করছি না। আমাদের দাবি গোবরডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালটিকে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল হিসেবে ফের চালু করা হোক।' স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, কয়েকটি নার্সিং হোমের সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের বিশেষ সখ্যতার কারণে দিনের পর দিন হাসপাতালটি বন্ধ রাখা হয়েছে। অভিযোগ তারা এমনও বলেন, হাসপাতালটি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে থাকাকালীন পরিকাঠামোর যথেষ্ট উন্নতি ও আধুনিকীকরণ ঘটে। কিন্তু ২০০১ সালে জেলা পরিষদের অধিনস্থ হওয়ার পর থেকে পরিষেবার অবনমন শুরু হয়। এবং তৃণমূল সরকারের আমলে তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

সম্প্রতি 'দিদির সুরক্ষা কবচ' কর্মসূচিতে গোবরডাঙায় দিদির দূত হয়ে আসেন বাগদার বিধায়ক তথা তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। গোবরডাঙার মানুষ দিদির দূতকে এদিন কাছে পেয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া গোবরডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালটিকে দ্রুত পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালরূপে চালু করার দাবি জানান। এদিন দিদির দূতের সঙ্গে ছিলেন গোবরডাঙার পুরপ্রধান শঙ্কর দত্ত। বিশ্বজিত বাবু এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে সমস্যাটির সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। তবে হাসপাতাল নিয়ে দীর্ঘ আটবছর ধরে যে টালবাহানা চলছে, তাতে দিদির দূত আশ্বস্ত করলেও বাসিন্দারা নিশ্চিন্ত নন।

বিনামূল্যে চলছে স্পাইন অপারেশন

জিমস হাসপাতালে আন্তর্জাতিক স্পাইন কনফারেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজের জগন্নাথ গুপ্তা ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড হাসপাতালে (জিমস) গত ৩ এপ্রিল শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক স্পাইন কনফারেন্স। সেই সঙ্গে বিনামূল্যে ভারতবর্ষসহ বিদেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা অপারেশন করছেন। এই উদ্যোগটি মূলত আমেরিকার স্কোলিওসিস রিসার্চ সোসাইটির। ইতিমধ্যেই রাজ্য ও রাজ্যের বাইরের ১০ জন রোগীর নাম নথিভুক্ত হয়েছে। এই কর্মসূচি চলবে আগামী ৮ এপ্রিল পর্যন্ত। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান গত বছরও এখানে এই পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান গত বছরও এখানে এই পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল। হাসপাতালের পরিবেশ ও পরিকাঠামো দেখে আমেরিকায় সংস্থা সন্তুষ্ট হয়ে এবছরও এখানে ফ্রি অপারেশন চলছে। সাধারণভাবে স্পাইনের অপারেশন করাতে গেলে ৭-৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়। জটিল অপারেশনের ক্ষেত্রে এই খরচ ৬০ লক্ষ থেকে ২ কোটি টাকা খরচ হয়। জিমস হাসপাতালে এই পরিষেবায় আমেরিকা, ইটালি, বাংলাদেশ, ইউকে, নেপাল, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাইয়ের স্পাইন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা যুক্ত আছেন।

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সংগঠন সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধিনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর বারুইপুর ও ক্যানিং সাব ডিভিশনের যুবক-যুবতীদের নানা সামাজিক মানবিক ও ক্রীড়া সংক্রান্ত ব্যাপারে সচেতনতার কাজ করে। সারা বছর ধরেই নানা কর্মসূচি রূপায়িত হয় নানা সংগঠনকে নিয়ে। গত ২০২১-২০২২ অর্থ বর্ষে জেলার শ্রেষ্ঠ সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি পেতে চলেছে আলিপুর সাব ডিভিশনের বজবজ-২ নম্বর ব্লকের সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ

কেন্দ্র। ২০২৩-২৪ নতুন অর্থ বর্ষেও নানা কর্মসূচি রূপায়িত হবে বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে। দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্কর জানালেন, আগামী ১৪ এপ্রিল হবে ডাঃ বি আর আম্বেদকরের জন্ম দিবস উদযাপন। তারপর জেলাস্তরের তিনটি যুব সম্বাদ শীর্ষক সেমিনার। এরপর আছে নতুন এনওয়াইভিএস নির্বাচন। আরো একটি কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে মেরি মাটি, মেরি দেশ।

মাতৃ বিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৮টা নাগাদ নাগের বাজারের নিজ বাড়িতে সজ্ঞানে প্রয়াত হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটার ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সহ সভাপতি দীপক কুমার বড়পণ্ডার মাতৃদেবী গৌরীরাণী বড়পণ্ডা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বেশ কয়েক মাস ধরে তিনি ক্যানসার রোগে ভুগছিলেন। শুক্রবার রামকৃষ্ণঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। আমরা নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তা পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

অতন্দ্র প্রহরায় স্বামী

প্রথম পাতার পর

তিনি ফোন না ধরায়, ফোন করি হাসপাতাল সুপারকে। দুর্ভাগ্য হাসপাতাল সুপার ডাঃ সুরেশ সরদারের ফোন বন্ধ থাকায় যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ঘটনার কথা রাতেই ফোন করে জানানো হয় পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ার পার্সন সুদেষ্ণা রায়কে। তিনি তৎপরতার সঙ্গে উদ্যোগ নেন। রাতেই তিনি বারুইপুর মহিলা থানার আইসি কাকলি ঘোষ কুণ্ডুকে ঘটনার কথা জানিয়ে সুরাহার জন্য বলেন। ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আসরে নামেন দুই নারী। পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ার পার্সন ও বারুইপুর মহিলা থানার আইসি। ক্যানিং ব্লাড ব্যাঙ্কে কর্তব্যরত কর্মীর সাথে কথা বলেন বারুইপুর মহিলা থানার আইসি কাকলি ঘোষ কুণ্ডু। অবশেষে বেগতিক বুঝে ক্যানিং ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে এক ইউনিট 'বি পজিটিভ' রক্ত দেওয়া হয় মুমূর্ষ রোগীকে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন রোগীর পরিবার পরিজন। রোগীর এক আত্মীয় শিখা সরদার জানিয়েছেন,'সরকারী হাসপাতালে রক্ত থাকতেও এতো নাজেহাল। শেষ মুহূর্তে দুই সাংবাদিক, সুদেষ্ণা রায়, কাকলি ঘোষ কুন্ডুরা এগিয়ে না আসলে হয়তো বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো।' তিনি আরো বলেন, সাধারণ মানুষ যাতে সহজেই রক্ত পায় সেই আবেদন করবো। এছাড়াও সকলেই আসুন সমাজের জন্য একফোঁটা রক্তদান করি।

অন্য এক রোগীর আত্মীয় জানান, যেখানে স্বামী দেশের জন্য কাজ করছেন,তাঁর স্ত্রী মৃত্যু শয্যায়। রক্তের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। হাসপাতালে মজুত রক্ত থাকতেও দেওয়া হচ্ছে না। এটা লজ্জাজনক ঘটনা। একজন বিএসএফ কর্মীর পরিবার যদি এমন সমস্যার সম্মুখীন হয়,তাহলে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়? এর প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন।' বর্তমানে সাময়িকভাবে মা ও দুই সদ্যজাত বিপদমুক্ত।

বারাসত পুরসভার জন্মদিন ঘিরে দুর্নীতির চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার জেলা শহর বারাসত। প্রায় এক বছর আগে অশনি মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বারাসত পুরসভার বোর্ড গঠন হয়। সেই বছর পুরসভার জন্মদিনে পুরভবনকে সাজিয়ে কেক কেটে ধূমধাম করে উৎসব পালন হলেও এ বছর তার ধারে কাছেও গেল না তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড। আর তা নিয়েই এবার পুরবোর্ডকে নিশানা করল বিজেপি। জঞ্জাল পরিষ্কারসহ বারাসতবাসীকে পরিষেবা দিতে সবরকমভাবে ব্যর্থ পুরবোর্ড। তাই সেই লজ্জাতেই এবার আর বড় করে জন্মদিন পালনের পথে হাঁটে নি পুরবোর্ড। এদিন বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি তুহিন মণ্ডল বলেন, 'গতবারের মতো জাঁকজমক করে জন্মদিন পালনে তারা ভয় পাচ্ছে। কারণ তারা বুঝতে পারছে যে, সবাই এখন তাদের চোরের দলে বলে জেনেছে। তাই পয়সা খরচ করে আবার জন্মদিন পালন করলে মানুষ তাদের আর আগের মতো নেবে না। মেলা, খেলা আগে যা হয়ে গেছে, এখন তা করতে গেলে ফ্লপ হবে। কারণ মানুষ তাদের কাছে আসবে না।' বিজেপির এই অভিযোগকে অস্বীকার করে বারাসত পুর পারিষদ সদস্য সৌমেন আচার্য বলেন, বিজেপি নিজেরা নিজেদের দুর্নীতি ঢাকে। বছরে তারা দু'লক্ষ বেকারকে চাকরি দেবে। পনেরো লক্ষ টাকা দেবে। সেগুলো কোথায়? তবে পুরসভার জন্মদিন আমরা তো বড় করেই সাজিয়েছি। ছুটির দিন বলে সকালবেলা আয়োজন একটু কম। সন্ধ্যাবেলা দেখবেন আলোর আড়ম্বর।'

ভরসা ছেড়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোট বাঁধো, তৈরি হও

প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে ইডি-সিবিআইকে ব্যবহার করছে। এর বিরুদ্ধে কিছু রক্ষা কবচের আর্জি জানিয়েছিল ১৪টি বিরোধী দল। এদের মূল অভিযোগ মোদী জমানায় আট বছরে সিবিআই রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে যত মামলা করেছে তার ৯৫ শতাংশই নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু মাত্র ৪-৫ শতাংশ ক্ষেত্রে অভিযুক্তরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এদের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি যুক্তি দিয়েছেন এই ১৪টি দল ৪২ শতাংশ ভোটদাতার প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু তারা আইনী লড়াইয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন যে তাদের রাজনৈতিক পরিসর কমে যাচ্ছে। প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ ১৪টি বিরোধী দলের আর্জি খারিজ করে দিয়ে জানিয়েছেন নেতারা সাধারণ নাগরিকদের তুলনায় কোনও অতিরিক্ত রক্ষাকবচ পেতে পারেন না। আর বিরোধীদের রাজনৈতিক পরিসর কমে গেলে তার সমাধান খুঁজতে হবে রাজনৈতিক মঞ্চেই, আদালতে নয়। ভারতের আইন প্রক্রিয়া যতই জটিল ও দীর্ঘ মেয়াদী হোক না কেন এই রায় আদালতের ওপর ভারতবাসীর আস্থা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এতদিন ভারতবাসী দুর্নীতির সমাধান চেয়ে এসেছে রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের কাছে। এখন এই আর্জিতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দুর্নীতি দূরীকরণে নেতাদের ভূমিকা কী। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে আজকের শাসক দল যতই উৎফুল্ল হোক না কেন বিরোধী আসনে বসে তারাও একদিন ইডি-সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। ফলে দুর্নীতি নিরসনে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলের অবস্থান যে একই বিন্দুতে তা পরিষ্কার করে দেয় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট। করাপশন পারসেপশন ইনডেক্সে ভারতের স্বচ্ছতার স্কোর কেন বাড়ে না বা দুর্নীতি গ্রস্ত দেশের তালিকায় স্থানে কেন নড়চড় হয় না এবার বেশ বোঝা যাচ্ছে রাজনৈতিক দলের এই আর্জি দেখে। এই জন্যই দেশে লোকপালের মতো সংস্থা তৈরি হলেও তাকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখেছেন রাজনীতিকরা। এই জন্যই মানবাধিকার কমিশন থেকে মহিলা কমিশন কাউকেই ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয় নি। এরা তদন্ত করবে, রিপোর্ট দেবে। ব্যবস্থা নেবে সেই সরকারের পুলিশ। তাই তো সুপ্রিম কোর্ট বারংবার পুলিশকে রাজনৈতিক দলের সরকারের কবল থেকে বার করে স্বয়ং শাসিত সংস্থা করার পরামর্শ দিলেও কোনও রাজনৈতিক দল তা গ্রহণ করেনি।

অতএব রাজনীতিকরা এই শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা যেমন পাবে তেমনি দুর্নীতিও করবে। এর থেকে ভারতবাসীর মুক্তি নেই। এদের কাছে দুর্নীতির বিচার চেয়েও কোনও লাভ নেই। জোট গড়তে হবে মানুষকে নিজের জোরে, তৈরি হতে হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শপথ নিয়ে। সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকবে গণতন্ত্রের দুই স্তম্ভ আইন এবং সংবাদ মাধ্যম। না হলে ভারতবর্ষের সীমাহীন দুর্নীতির থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

মহানগরে

ইগনু'র সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রে 'ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি'র(ইগনু) ৩৬ তম সমাবর্তন ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হল। ভারতবর্ষের ৩২ টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সঙ্গে কলকাতায় মূল অনুষ্ঠানটি সল্টলেকস্থিত বিদ্যুৎ ভবনের আরএনসি অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয়। এতে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সূচনায় নয়াদিল্লির মূল কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে সমাবর্তনে নিজ বক্তব্য রাখেন। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র, এছাড়াও ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রঞ্জন চক্রবর্তী। সভার শুরুতে প্রথাগত নিয়মানুষ্ঠানের পর সামগ্রিকভাবে 'ইগনু'র কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের ১০,৮২৫ জন শিক্ষার্থী ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট পান। প্রসঙ্গত, 'ইগনু'র সব পাঠক্রমই সাধারণের নাগালে, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রেয়োজনের জন্যই যে দেওয়া হচ্ছে, সেসূত্রেই এটি বারে বারে আলোচনায় আসে। এই পাঠক্রমে বয়সের কোনো সীমা নেই। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে পারে সেই প্রয়াসই ইগনু করে থাকে।

টোটো চালকদের বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সারা বাংলা ই-রিকশা(টোটো) চালক ইউনিয়নের ডাকে সকল ই-রিকশা বা টোটোর সরকারি রেজিস্ট্রেশন, চালকদের পরিবহন কর্মীর স্বীকৃতি, সামাজিক সুরক্ষাপ্রদান সহ ছয় দফা দাবিতে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হন। এদিন বেলা প্রায় একটা নাগাদ প্রায় চার শতাধিক টোটো চালক সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে 'ওয়াই চ্যানেলে' বিক্ষোভ সভায় যোগ দেন। সভাস্থল থেকে অংশুধর মণ্ডলের নেতৃত্বে তিন জনের একটি প্রতিনিধি দল শ্রমমন্ত্রীর দপ্তরে ডেপুটেশন দেন। এবং রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রামের নেতৃত্বে তিন জনের আর একটি প্রতিনিধি দল পরিবহন দপ্তরে দাবি পত্র পেশ করেন।

ওয়াই চ্যানেলে বিক্ষোভ সভা সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি হারাধন দাস। বিক্ষোভ সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসির রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। তিনি বলেন, 'অবিলম্বে ই-রিকশা বা টোটো চালকদের পরিবহন কর্মীর স্বীকৃতি ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন।

কলকাতায় পরিবেশ সেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতায় বায়ুদূষণের পরিমাণ মাপতে নতুন পরিবেশ সেল খুলেছে। তারাই কলকাতা শহর ঘুরে হিসাব করে দেখেছে কলকাতা পৌর এলাকায় প্রায় ৩ লক্ষ ল্যাম্পপোস্ট রয়েছে। এগুলি থেকে ৭০০ মেট্রিক টন কার্বন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। পরিবেশবিদদের বক্তব্য, এই অতিরিক্ত কার্বন উষ্ণায়নের কারণ। একমাত্র সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার কমাতে পারে এই উষ্ণায়নকে। পৌরসংস্থার নতুন বায়ুদূষণ পরিমাপ পরিবেশ সেল জানিয়েছে, দূষণমুক্ত গ্রিন এনার্জি বা ক্লিন এনার্জির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে এই সৌর বিদ্যুৎ উপাদন।

কলকাতা পৌর এলাকায় ৮টি পার্কে পৌরসভার তরফে সৌর আলো বসানো হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গ্রীষ্মের দুপুরে সৌরকোষ গুলি এক বর্গমিটার প্রখর রোদ পেলেই ২০০ ওয়াট বিদ্যুৎ উপাদন করতে পারবে।

কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না বেআইনি নির্মাণ

নিজের দপ্তরের ওপরই ক্ষুব্ধ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি : এতো কিছু সুযোগ সুবিধা করা সত্ত্বেও বারংবার কলকাতা পৌর এলাকায় বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে ক্ষুব্ধ মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। মহানাগরিকের বক্তব্য, 'বেআইনি নির্মাণ ঠেকাতে কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দফতর নির্দিষ্ট ভূমিকা না নিলে ওই দফতরের সমস্ত স্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে আগেই ডিজি বিল্ডিংকে নির্দেশ দিয়েছি। এবার ডিজি যদি ব্যবস্থা না নেয় তবে সে পদের গুরুত্ব হারাবে।'

কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ নিজ দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করতে পারছেন না। বারংবার বিল্ডিং দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিচ্ছেন, আধিকারিকরা সে নির্দেশে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছেন না। কে এই মেয়র পারিষদ? মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম নিজেই কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ। ৩১ মার্চ 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে বেআইনি বিল্ডিং নিয়ে একাধিক প্রশ্ন মেয়র নিজেই দেখলেন, নিজের দায়িত্বপ্রাপ্ত দফতরের ওপর এত এত দুর্নীতির প্রশ্ন শুনে নিজেই ক্ষুব্ধ হন। বারংবার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কলকাতায় অবৈধ নির্মাণ অব্যাহত গতিতে চলছে। 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে তার কয়েকটি নিয়েই প্রশ্ন আসছে। তাই মেয়রের আক্রমণের লক্ষ্যে ছিলেন এই বিল্ডিং দপ্তরের আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়ার আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা। এদিনের অনুষ্ঠানে বেআইনি বিল্ডিং নির্মাণ নিয়ে দু'টি জোরালো অভিযোগ করেন কলকাতার দুই নাগরিক। একজনের অভিযোগ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বেআইনি নির্মাণ আজও বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার কোনও হেলদোল নেই। আর অন্য জনের অভিযোগ, আবাসনের চারতলায় বেআইনি নির্মাণ হওয়ায় তিনি পৌরসংস্থার থেকে 'সিসি' (কমপ্লিশন সার্টিফিকেট) পাচ্ছেন না। এই দুই অভিযোগ শুনে ক্ষুব্ধ মহানাগরিকের দাবি, পৌর ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের গাফিলতিতে প্রোমোটার নির্দ্বিধায় বেআইনি নির্মাণ করে ফেলছেন। আর এসবের জন্য সাধারণ মানুষকে পস্তাতে হচ্ছে। অবৈধ নির্মাণে মদত দেওয়া পৌর ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমি নির্দেশ দিয়েছি।

এদিন বেহালা পূর্বের ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সন্দীপ বসু অভিযোগ করেন, তাঁদেরই একটি জমিতে প্রোমোটার বেআইনি ভবন করেছিল। পৌরসংস্থাকে জানানো সত্ত্বেও তা বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হলে ওই বেআইনি ভবন ভাঙার কড়া নির্দেশ দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কলকাতা পৌরসংস্থার কত বড়ো সাহস যে হাইকোর্টের নির্দেশকে পর্যন্ত অমান্য করলো।

উত্তর কলকাতার ১১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এক প্রবীণ নাগরিক অভিযোগ করেন, তিনি যে আবাসনে থাকেন সেখানে চারতলায় বেআইনি নির্মাণ হওয়ায় তিনি নিজের ফ্ল্যাটের 'সি সি' পাচ্ছেন না। মহানাগরিকের বক্তব্য, বেআইনি নির্মাণ রোধে পৌরসংস্থার বিল্ডিং দফতর নির্দিষ্ট ভূমিকা না নিলে সংশ্লিষ্ট দফতরের ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর নির্দেশ মানা হচ্ছে না, কলকাতা পৌরসংস্থার উচ্চপদস্থ কর্তাদের একটি অংশের মতো মহানাগরিকই বারংবার অভিযোগ করেছেন। তাঁদের প্রশ্ন, এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, মহানাগরিকের হাতের রাশ আলগা হচ্ছে। দুই, তিনি নিজেই দায়িত্ব সামলানোর ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে দোষ চাপাচ্ছেন অধস্তনদের উপরে।

মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, তিনি মহানাগরিক হওয়ার পরে বাড়ির নকশা অনুমোদনের জন্য পৌর আইনের সরলীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এক শ্রেণির ইঞ্জিনিয়ার ও এলবিএস (লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ার) চক্রে এখনও মানুষ সহজে বাড়ি তৈরির অনুমোদন পান না। এদিকে, কলকাতা পৌরসংস্থার করিডোরে ঘুরছে আরও প্রশ্ন, শুধু পৌর ইঞ্জিনিয়ারদের উপরে দোষ কেন? স্থানীয় পৌর প্রতিনিধিদেরও তো মদত থাকেই। মহানাগরিকের অবশ্য জবাব, পৌর প্রতিনিধি নকশা অনুমোদনের কিছুই জানেন না। পৌর প্রতিনিধিরা রাজনীতির সহজ শিকার।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি

কল্লোল গুহঠাকুরতা : কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ঠোট্টাথিল ভাস্করণ নায়ার রাধাকৃষ্ণান গত ৩ এপ্রিল ২০২৩ সোমবার, ভোর সারে চারটের সময় কেরালার কোচিতে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৬৪ বছর। ৪ এপ্রিল, ২০১৯ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে কাজে যোগ দেন এবং অবসর নেন ২৮ এপ্রিল, ২০১১ সালে। অর্থাৎ করোনা অতিমারির সব থেকে বিপজ্জনক সময়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং তার আমলেই কলকাতা হাইকোর্টে প্রথম ভিডিও কনফারেন্সিংএর মাধ্যমে ভার্চুয়াল শুনানীর সূত্রপাত ঘটে, পরে যা সারা ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হবার আগে তিনি তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট হায়দ্রাবাদ হাইকোর্ট এবং ছত্তিশগড় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলান। প্রথম বিচারপতি হিসেবে কাজে যোগ দেন কেরালা হাইকোর্টে, ১৪ অক্টোবর ২০০৪ সালে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন কেরালার কোল্লাম্ শহরে, ২৯ এপ্রিল, ১৯৫৯ সালে। তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন একজন প্রবাসী বাঙালি, নাম মীরা সেন।

কলকাতা পুর সদর ভবনের পাশে অবাধে চলছে হকাররাজ। এমনকী দখল হয়ে গিয়েছে চলার পথ, গাড়ি পার্কিং প্লেস। সেখানে গাড়ি রাখলেই বিপদ, ঘুরে এসে দেখতে হবে সামনে বসে গিয়েছেন হকাররা। সরতে বললে বিরক্ত তারা। বেচা কেনায় ব্যস্ত হকাররা আপনাকে দাঁড় করিয়ে রাখবে বেশ কিছুক্ষণ। তাদের মর্জি মতো টেনে টুনে দোকান সরালে তবেই পারবেন গাড়ি বার করতে। দিনের পর দিন এমন দৌরাত্ম চললেও কারোর কিছু বলার নেই। সকলেই ভয়ে কুঁকড়ে রয়েছেন। এমনকী মেয়র পারিষদ খোদ মেয়রেরও কিছু করার নেই জানালেন হকাররা। সম্প্রতি নিউ মার্কেট, গড়িয়াহাট, হাতিবাগানে হকার উচ্ছেদে অনেক হম্বিতম্বি করে হকার গণনা করেছেন মেয়র। বলেছিলেন মুক্ত করে দেবেন পথ, ফুটপাথ। নিউ মার্কেটে গেলে বোঝা যায় সবই নিষ্ফলা আস্ফালন ছাড়া কিছুই নয়।

নিজস্ব চিত্র

আর্মি ইনস্টিটিউটে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর বি ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কলকাতার উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অবসর প্রাপ্ত মেজর জেনারেল তথা এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ভি এস রানাডে প্রথম রক্তদান করে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধ পরিষদের সদস্য ঋষিকেশ সিং সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করেন রোহিত কুমার, আনসিকা সিং, নীরজ কুমার পাণ্ডে, রাগিনী, সন্দীপ কুমার, মোহিত চন্দ্র, রত্ন, কাঞ্চন জ্যোতি, দীপিকা শৈবাল প্রমুখদের সাথে নিয়ে। এছাড়াও এই মহতী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে উপস্থিত ছিলেন সালোনী ও সৌম্যদীপ। উৎসাহ যোগাতে সকলের পাশে ছিলেন ইনস্টিটিউটের রেজিস্টারার তথা অবসর প্রাপ্ত কর্নেল এম কে আর ভর্মা এবং ছাত্র সংযোগকারক প্রফেসর ড. দেবলীনা চ্যাটার্জী।

লেন্স বার্তা

সমতলে চালান কাটতে ব্যাস্ত পুলিশ, আর একই দিনে গেলখোলার (কালিম্পং) সামনে আর্মির গাড়ি তিস্তা নদীতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রায় ৬–৮ জন জওয়ান। মৃত্যুও হয় দুই জাওয়ানের,পাহাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে সারিবদ্ধ গাড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে পর্যটকদের সিকিম ঢুকতে সময় লাগে প্রায় ১২ ঘণ্টা। সঙ্গে বৃষ্টি। অল্প সময়ের জন্য আর্মির দেখা মিললেও দেখা পাওয়া যায়নি পুলিশের। ১লা এপ্রিলে। ছবি : অভিজিৎ কর

সম্প্রীতি উড়ালপুল হয়েও হাল ফেরেনি তারাতলা থেকে বজবজের রাস্তা। খানাখণ্ড–যানজট এখনও সঙ্গী হয়ে রয়েছে নিত্যযাত্রীদের। দুর্ঘটনাও ঘটছে নিয়মিত। ছবি : অরুণ লোধ

মহেশতলা পুরসভার ২৭ নং ওয়ার্ডে হুগলি নদীর তীরে বাটানগরের নুঙ্গির খেয়াঘাটের তীরে দোকানপাট তৈরি অবৈধভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের দেখভাল নেই।

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের মুকুটে এল সেরা পারফর্মিং সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টর এনটিটি পুরস্কার। ডিভিসি ইলেট্রনিক ডোমেনে অসাধারণ কাজ করবার জন্য বিজয়ী নির্বাচিত হয় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে।

এখানে ওখানে

ফ্রেঞ্চ মিউজিয়ামে উদ্ধার দুটি কালাচ সাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর ফ্রেঞ্চ মিউজিয়ামের ভিতর থেকে দুটি প্রাপ্ত বয়স্ক বিষধর কালাচ সাপ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মিউজিয়াম ও ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউটের কর্মীরা। চন্দননগরের গঙ্গাতীরে ডুপ্লে প্যালেসে ফ্রেঞ্চ মিউজিয়াম রয়েছে। করোনা কাল থেকে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে ডুপ্লে প্যালেস। এই মিউজিয়ামে রয়েছে ডুপ্লের ব্যবহৃত বহু সামগ্রী ও আসবাব। বর্তমানে এই হেরিটেজ মিউজিয়াম ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীন। গত বছর ডিসেম্বর মাসে এই মিউজিয়ামের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন ডুপ্লে কলেজের ফরাসি বিভাগের অধ্যাপিকা বাসবী পাল। ডিরেক্টর পদে দায়িত্ব নেওয়ার পরই নতুন করে এই মিউজিয়ামকে আবার সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেন তিনি। ঝোপঝাড় জঙ্গলে ভরে যাওয়া মিউজিয়ামের চারপাশ পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়। বন্ধ দরজা খোলার পরই নজরে পরে সাপের খোলস। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা জানানো হয় ব্যান্ডেলের বাসিন্দা সর্পপ্রেমী চন্দন ক্লেমেন্ট সিংকে। চন্দন বলেন, সাপের খোলস দেখে বুঝতে পারি সাপ এখানে রয়েছে। এরপর চন্দনের প্রচেষ্টায় প্রমাণ সাইজের দুটি বিষধর কালাচ সাপ উদ্ধার হয়। বাসবী পাল বলেন, সন্ধ্যাবেলায় এখানে ছাত্র–ছাত্রীরা ফ্রেঞ্চ ক্লাস করতে আসে। কর্মীরা আমায় নানা সময়ে লাইব্রেরি, অফিস ঘর ও ডুপ্লে সাহেবের আসবাব থাকা ঘরে বিষধর সাপের দেখা মিলেছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। এই সাপ কামড়ালে বাঁচে না। বিষ ধীরে ধীরে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। চন্দন বলেন, সাপ দুটিকে তিনি প্রকৃতির বুকে ছেড়ে দেবেন।

চন্দননগরে শ্রী অরবিন্দের সার্ধশত বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

মলয় সুর : চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ২ এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দের সার্ধশত বর্ষ অনুষ্ঠানের সারাবছরের কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হল তাদের নিজস্ব শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে। এদিন ঋষি বিপ্লবী অরবিন্দের উপর আলোকপাত করেন। কলকাতা অরবিন্দ ভবনের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ মোহান্তি, চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী। সন্ধ্যায় গুরু গম্ভীর পরিবেশে 'শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে মননে' বইটি প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে যন্ত্রসংগীতে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন শিশির দাস ও তাঁর সম্প্রদায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর অদিতি ভট্টাচার্য, রতি চক্রবর্তী, সংগঠনের কর্ণধার সঞ্জয় ভট্টাচার্য (কাল্টুদা), অসীম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা।

ছবি : স্বরূপ নন্দী

আর্ট এন্ড মিউজিক স্কুল
বেহালা, কোলকাতা
কল্যান সঙ্গীতালয়
রায়পুর, (৭৫ নং বাস স্ট্যান্ড) বজবজ ।
পাঠ্যক্রম - লাইট ক্লাসিক্যাল, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, ভক্তিমূলক, লোকসঙ্গীত, বাংলা আধুনিক গান এবং ভয়েস ট্রেনিং দেওয়া হয়।
(৫ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ।)
প্রায় ৪০ বৎসর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক (আকাশবাণী, দূরদর্শন, তারা মিউজিক, ইটিভি, রূপশী বাংলা ও অন্যান্য চ্যানেল খ্যাত) শিল্পী ও সুরকার কল্যান দাস অনলাইন ও অফলাইন গান শেখানোর ক্লাস নিচ্ছেন। প্রয়োজনে বাড়ী গিয়াও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে
শিক্ষান্তে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ও যোগ্য সফল ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন চ্যানেল, ইউবটিউব চ্যানেল ও সঙ্গীতানুষ্ঠানে সুযোগ দেওয়া হয়।
ভর্ত্তি চলিতেছে
প্রয়োজনে - 9830327061 এবং 7003409588

আসন্ন নববর্ষ ও পবিত্র রমজান মাসের
শুভেচ্ছা ও প্রণাম গ্রহণ করুন
সৌজন্যে
তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ
বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মাঙ্গলিকী

‘অনীকের নাট্য পরিক্রমা’

রজত জয়ন্তী বর্ষে অনীক–এর ষড়বিংশ গঙ্গা যমুনা উৎসব ২০২৩

কৃষ্ণচন্দ্র দে

অনীক নাট্যদলের ষড়বিংশ নাট্যোৎসব গঙ্গা যুমনা ২৪ মার্চ ২০২৩ থেকে ২৬ মার্চ (শেষ পর্যায়) মহা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হল তপন থিয়েটারে। উদ্বোধক ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক শ্রীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় এবং ২৫ মার্চের বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন আমতা পরিচয়ের শুভেন্দু ভাণ্ডারী।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে শুরু হয়েছিল এই রজতজয়ন্তী বর্ষের গঙ্গাযমুনা নাট্টোৎসব। চললো মোট ১০২ দিন। মোট ২৮টি জায়গায় সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী বিভিন্ন জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দিয়েছে এই নট্যোৎসব। চললো মোট ১০২দিন। মোট ২৮টি জায়গায় সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী বিভিন্ন জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দিয়েছে এই নাট্যোৎসবকে। সর্ব মোট ২৮২ জন শিল্পী অভিনয় করলেন এই উৎসবে। আনুমানিক ২৫ হাজার দর্শক সামিল হয়েছিলন এই উৎসবে। এটা অনীকএর এক বিশাল কীর্তি। বলতে কোন দ্বিধা নেই এতোবড়ো আঙ্গিকে সরকারী ব্যবস্থাপনায় আজ পর্যন্ত এত সফল উৎসবের কথা আমার অন্তত জানা নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনীক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি অবশ্যই করতে পারে।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং অতিথি বরণ পর্ব সমাধা হওয়ার পর দলের পক্ষ থেকে কার্য বিবরণী প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেন শ্রী অরূপ রায়। তপনে এই উৎসবের সূত্রপাত আবার তপন থিয়েটারেই শেষ হল ষড়বিংশ ও শেষ পর্যায়ের এই গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসব।

রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন সেই উৎসবের কৌলিন্য অনেকগুণ বেড়ে যায়। তার স্বল্প ভাষণ সব সময় নাট্য জগৎকে ঋদ্ধ করে। তিনি বলেন অনীকএর কল্যাণে আমরা জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন নাট্যদলগুলির ভাল কাজগুলি যেমন দেখতে পাই তেমনি আমাদের প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশের নাটক দেখারও সুযোগ পাই। এই বিশাল কার্যক্রমকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারা যায় না। দলের প্রতিষ্ঠাতা অমলেশ দার সাথে আমার গভীর সম্পর্ক ছিল আজও সেই সম্পর্ক একই রকম বহমান আছে। অনীক ডাকলে না এসে পারি না। অনীকের দায়বদ্ধতা নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা আমাকে মুগ্ধ করে। অরূপদা শুধু নাট্য নির্দেশকই নন একজন ভাল অভিনেতা ও সর্বোপরি একজন দক্ষ নাট্য সংগঠক। তপতী ভট্টাচার্য দলের সভানেতৃই শুধু নন একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীও বটে। অনীক মানে সৈন্যদল। সুতরাং ক্যাপ্টেন অরূপ রায়ের নেতৃত্বে অনীক এগিয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। শুভেন্দু ভাণ্ডারী বললেন এই প্রথম নাটকের সংলাপ ছাড়া অন্যভাবে অন্য কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। হাওড়া আমতায় যে নাট্যোৎসব হয়েছিল একেবারে অজপাড়া গায়ে ধান ক্ষেতের পাশে আমরা ব্যবস্থাপনায় ছিলাম। অনীক আমাদের দলকে অনেক সুযোগ দিয়েছে। অনীককে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। অনীকের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। অনীক পেতে নয় কিছু দিতে এসেছে। সভানেত্রী তপতী ভট্টাচার্য দর্শকের উপস্থিতিতে খুশি প্রকাশ করেন এবং দর্শকবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি অনীকএর আরও কিছু কর্মকাণ্ডের কথা বলেন সেটাও একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বিভিন্ন স্কুল কলেজে ছাত্রদের নাট্য প্রশিক্ষণ এবং নাট্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনা এবং তৎসহ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। এটা অনীকের আর একটি বিশাল কাজ যা ভাবী প্রজন্মের নাট্যকর্মী ও নাট্যদর্শক তৈরিতে একটা উজ্জ্বল পদক্ষেপ ও ভূমিকা নেবে।

২৪ মার্চ ডান্সার্স গিল্ড প্রযোজিত নৃত্যালেখ্য ‘আনন্দ বসন্ত সমাগমে’। নৃত্য পরিচালক জোনাকি সরকার। উপস্থাপনা করলেন ডান্সার্স গিল্ডের সদস্যবৃন্দ। বেশ উচ্চমানের উপস্থাপনা। উপস্থিত ছিলেন গিল্ডের ডিরেকটর পার্বতী গুপ্ত এবং নির্দেশক জোনাকি সরকার। এরপর অনুষ্ঠিত হয় সন্তোষপুর অনুচিন্তন প্রযোজিত নাটক ‘লেটার্স টু দি আনবর্ন চিলড্রেন অফ ফতিমা জাহান’। নাটক ও নির্দেশনা গৌরব দাস।

২৫ মার্চ থিয়েটার ফর ইউ প্রযোজিত নাটক ‘প্রজাপতি হতে হতে।’ নাটক রচনা ভাস্কর লাহিড়ি নির্দেশনা সুদীপ্ত ঘোষাল। সন্তান যেন বাবা মায়ের কাছে অশ্বমেধের ঘোড়া। তাদের প্রত্যাশা ও চাহিদার পারদ আকাশচুম্বি। প্রজাপতি হতে হতে তারা হতে পারে না। তৈরি হয় সাইকো ক্রিমিনাল কিংবা মনোরোগীতে। সমাজের এই অনিয়ন্ত্রিত ইঁদুর দৌড়ে হারিয়ে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের শৈশব। বর্ণমালার মতো কচি কুসুমরা পাপড়ি মেলতে পারছে না। সমাজের যুপকাষ্ঠে তারা যেন বলির পাঠা। নাটকটি এ যুগের নব ধারাপাত। অভিনয় করলেন সুব্রত ঘোষ, প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত, মনীষা সেন, সুদীপ্ত ঘোষাল,আদিত্য মজুমদার এবং স্বাগতা সেন।

এরপর অভিনীত হল সন্তোষপুর মনন প্রযোজিত নাটক ‘মাল্যদান’। কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যরূপ শোভিক কুইলা ও অমল চক্রবর্তী, নির্দেশনা সাগ্নিক কোলে। অভিনয়ে ছিলেন অসিজিৎ, কাকলি দত্ত, সুমন মণ্ডল, অমল চক্রবর্তী ও পায়েল দত্ত। এদিনের অতিথি ছিলেন জয়নগর এষণা দলের কর্ণধার কিশলয় বসু।

এরপর অভিনিত হয় নেতাজি নগর সরস্বতী নাট্যশালা প্রযোজিত ও জয়েশ ল নির্দেশিত নাটক ‘আঁধারে ধূপছায়া’ নাটক সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়।

অন্ধকারের পঙ্কিল রাস্তা ছেড়ে আলোর পথে যাত্রা। শিক্ষামূলক উপস্থাপনা। অভিনয়ে ছিলেন আদিত্য, ব্রতীন গাঙ্গুলি, দেবজিৎ ব্যানার্জী, আভেরি নাথ এবং জয়েশ ল। এরপর অভিনিত হয় মিউনাস প্রযোজিত নাটক ‘অবচেতন’। নির্দেশনায় উৎসব দাস। মনের অবচেতনে জমে থাকা অন্যায়, পাপ, ঘৃণা, বিদ্বেষ সব হ্যালুসিনেশন এর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে যায় নিজের অজান্তেই। সামাজিক অবক্ষয়ের নাটক। অভিনয়ে ছিলেন সৌগত কর্মকার, মলয় মুখার্জী, সর্নেন্দু, অভিজিৎ, পিঙ্কি, প্রণয় ও সৌম্যদীপ। ২৬ মার্চ অভিনীত নাটক দমদম শব্দ মুগ্ধ প্রযোজিত ‘স্যাফো চিত্রাঙ্গদা’। নাটক রচনা ও নির্দেশনা রাকেশ ঘোষ। কাহিনী কল্পনা নির্ভর হলেও বার্তা অসাধারণ। রাজা বা প্রজা আমরা সবাই সিস্টেমে বন্দী। অভিনয়ে ছিলেন কৃষ্ণা রায় (স্যাফো), লোপামুদ্রা (চিত্রাঙ্গদা) আরও অনেকে। এরপর নবাঙ্কুর মুখার্জী পাড়া লেন প্রযোজিত ‘ম্যাচিস’ নির্দেশনা শান্তনু চক্রবর্তী। দাঙ্গাবাজদের নিয়ে তৈরি নাটক। যারা ভেস্টেড ইনটারেস্টে রাজনৈতিক মদতে দাঙ্গা লাগায়। তবে মন ছুঁতে পারেনি। অভিনয়ে ছিলেন মূলতঃ শঙ্খনাথ মল্লিক (লালন), শ্রেয়তি সাহা (শিউলি) এরপর সমকালীন সংস্কৃতি প্রযোজিত এবং সুদীপ্ত সরকার নির্দেশিত নাটক ‘পিকনিক’। ভাল উপস্থাপনা। দলের সদস্যরা যখন এক যোগে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমরা মাথা নত করবো না। যাইহোক নাটক বন্ধ হবে না। এখানেই নাটকের জয়। বাঁধ ভেঙে দাও রবিঠাকুরের গানটি সুপ্রযুক্ত। এরপর শুরু হল গড়িয়া একত্রে প্রযোজিত ‘জিওর্দানো ব্রুনোর জবানবন্দি’ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় সমগ্র বিশ্বের প্রথম শহিদ ব্রুনা যাকে গির্জায় আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। নির্দেশনায় ভাস্কর সান্যাল। অভিনয়ে ভাস্কর (ব্রুনো), প্রমিতা ব্যানার্জী (নোরা) এবং ধ্রুব মুখার্জী (কার্ডিনাল) দক্ষ অভিনেতা।

শান্তিপুর সাংস্কৃতির নাট্য কোজাগরী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্ব নাট্য দিবস পালন করল শান্তিপুর সাংস্কৃতিক । এই উপলক্ষে তারা বিগত ২১ বছরের মতো এবারেও আয়োজন করে তাঁদের বাইশতম নাট্য কোজাগরী অনুষ্ঠান। সেদিন আকাশে চাঁদের দেখা না মিললেও ছিল কোজাগরী! সেই রাতে মেঘ বালিকা পাহারা দিচ্ছিল শান্তিপুর লাইব্রেরি মাঠ জুড়ে থাকা সমস্ত আকাশ! তবু কোজাগরী! হ্যাঁ, প্রকৃত অর্থেই ছিল নাট্য কোজাগরী। ঠিক রাত আটটা থেকে সারারাতব্যাপি শুধুই বিচিত্র নাট্য আয়োজন।

শুরুতেই উপস্থিত প্রত্যেক মানুষকে হৃদমাঝারে রাখার আবেদনের সঙ্গে সমবেত নৃত্য। তারপর অভিনবত্বের স্বাদে আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে অতিথিবরণ। প্রাঙ্গণ ছেড়ে পরের অনুষ্ঠান প্রেক্ষাগৃহে ‘পুতুল নাচ’। আবার প্রাঙ্গণ— প্রমিথিউস বাউন্ড, শান্তিপুর সাংস্কৃতিকের নবতম নাট্য প্রযোজনা। নাট্য কোজাগরী যেন জ্যোস্নার রূপালী আলোয় আলোকিত। অন্যান্য মর্যাদাপূর্ণ প্রতিটা অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোজাগরীর সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে এই নাট্য প্রযোজনাটিই যথেষ্ট ছিল বলে অনেকে মনে করেন। সেট, আলো, আবহ, পোশাক ও মাইকের ব্যবহার প্রাণঢালা অভিনয়। কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ও নির্দেশনায় একটি অসাধারণ নাট্য প্রযোজনা। এই নাটকে প্রমিথিউস চরিত্রে অভিনয় করেছে একসময়ের সেই ছোট্ট ও আজকের পরিণত অভিনেতা উজান। অন্যান্য প্রতিটি চরিত্রই যথাযথ মর্যাদা রেখেছে নিজ নিজ চরিত্রের অভিনয়ে। কিন্তু উজান যেন সবাইকে ছাড়িয়ে নাট্যে এক অন্য মাত্রা সংযোজন করে। সম্পাদনা ও নির্দেশনায় কৌশিক চট্টোপাধ্যায় চিরায়ত অনন্যান্য।

সেই রূপালী রাতে আর একটি অনুষ্ঠানের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়, সেটি নীলাংশুক দত্তর তাল তরঙ্গ। একটি ঘুম ভাঙানিয়া অসাধারণ পরিবেশনা। তালবাদ্যের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সুরের লহরী তুলে নীলাংশুক সেই রাতে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের শান্তিপুর লাইব্রেরী মঞ্চকে সুরমূর্ছনায় মাতিয়ে দেয়।

মঞ্চের প্রতিটি অনুষ্ঠান চলার সাথে সামনে বসা চিত্রশিল্পী ও কবিরা ওই অনুষ্ঠানের ছবি–ছড়া সৃজন করে সমগ্র অনুষ্ঠানকে অন্য এক মাত্রা দান করেন।

সারারাত ধরে মশার কামড় খেয়ে অনেক চিত্রশিল্পী সেদিন তাঁদের শিল্পীমনকে উজাড় করে দিয়েছেন। তাঁদের প্রতিটি শিল্পকর্ম ছবির হাটে বিক্রি হয়ে গেছে প্রতিবছরের মতন । ওই ছবিগুলো উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি করে বিকিয়ে যায় নিমেষের মধ্যে।

শান্তিপুর সাংস্কৃতিককে অভিনন্দন– সারারাত ধরে এমন সুচারু একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করার জন্য এবং সাংস্কৃতিককের প্রতিটি সৈনিকের অক্লান্ত পরিশ্রম মিশ্রিত সেবা ও আন্তরিক ভালোবাসায় সারারাত ধরে নাটকের এবং সংস্কৃতির সঙ্গে লেপ্টে থাকার এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা নাট্য কোজাগরী ।

আসছে নতুন ছবি সব চরিত্ররা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভিনয় ঋতব্রত মুখার্জী, দেবরাজ ভট্টাচার্য্য, প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য্য, দেবপ্রসাদ হালদার, রানা বসু ঠাকুর।পরিচালনায় – দীপ এক স্ট্রাগেলার অভিনেতার জীবনে ঘটে যাওয়া এক ঘটনার গল্প বলবে সব চরিত্ররা। কুশল (ঋতব্রত মুখার্জী) একজন অভিনেতা, সে নিজে জানে সে একজন দক্ষ অভিনেতা। কিন্তু সঠিক সুযোগ না পাওয়ায়,এক আক্ষেপ তার মনে কাজ করে সারাক্ষণ।

একদিন রাতে হুট করেই আগমন হয় কুশল এর বাড়িতে এক ব্যক্তির (দেবরাজ ভট্টাচার্য্য)। ব্যক্তি নিজের পরিচয় দেয়। কিন্তু কুশল এর সন্দেহ থাকে এই আগন্তুক এর পরিচয় নিয়ে। আগন্তুক এর আগমন কেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে গল্প। পরিচয় ও দ্বন্দ্বের মাঝেই এক সাসপেন্স ও টুইস্ট কাজ করবে গল্প যত এগিয়ে চলবে।

ঋতব্রত মুখার্জীর বিপরীতে দেখা যাবে প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য্যকে। তিনি একটি টম বয় এর চরিত্রে অভিনয় করছেন এই শর্টফিল্ম এ॥ গল্প এগোনোর সঙ্গে সঙ্গেই প্রিয়াঙ্কা ও আগন্তুকের মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সেইখানেও গল্পের শেষে টুইস্ট। ছবিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা দেবপ্রসাদ হালদার, রানা বসু ঠাকুর। পরিচালক দীপের এইটা তৃতীয় ছবি। খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে তার একটি ওয়েব সিরিজ নেক্রো। তারই মাঝে এই শর্টফিল্ম এর কাজে শুরু করতে চলেছেন তিনি। ছবিটি মুক্তি পাবে নাইট মাউন্ট এন্টারটেনমেন্ট এর ব্যানারে।

দুই কবিকে ‘আলোর ফুলকি সম্মাননা’

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিখিল ভারত শিশুসাহিত্য সংসদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখার ২৩ তম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর মায়াভবন প্রেক্ষাগৃহে বসেছিল চাঁদের হাট। বিশিষ্ট কবি, লেখক ও সাহিত্যিক ও গুণী ব্যক্তিদের আলোকজ্জ্বল উপস্থিতিতে মেতে উঠেছিল এদিনের সভাগৃহ।

এদিনের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সংগঠক ও অক্ষরপাত পত্রিকার সম্পাদক অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। তারপর একই মঞ্চে প্রকাশিত হয .সংগঠনের মুখপত্র আলোর ফুলকি পত্রিকা। পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শিশুসাহিত্যিক আনসার উল হক মহাশয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন : কবি স্বপন পাল (প. ব. রাজ্য সম্পাদক), ধীশঙ্কর সেনগুপ্ত (সাংগঠনিক সম্পাদক), সুনির্মল চক্রবর্তী, ড. অপূর্ব কুমার বিশ্বাস, সুখেন্দু মজুমদার, ড. গোবিন্দ সরকার, উত্থানপদ বিজলী, ড. অরুণ মন্ডল প্রমুখ।

এদিনের এই সম্মেলনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দুই তরুণ উজ্জ্বল আলোকিত মুখ কবি অবশেষ দাস ও কবি স্বপনকুমার বিজলী’কে আলোর ফুলকি সম্মাননা ২০২৩ প্রদান করা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করে সবাইকে মাতিয়ে দেন তাপসী প্রামাণিক, সারস্বত, ইভা চক্রবর্তী প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন : কবি নির্মল করণ, বিকাশকলি পোল্যে, অর্চনা ঘোষ, উপল কুমার ধারা, আবুলবাসার হালদার, অনিতা অধিকারী, সুচিত চক্রবর্তী, চঞ্চল কুমার মন্ডল, টোটন দাস, উজ্জ্বল হালদার, নিরঞ্জন মন্ডল, মাধবী মিত্র, জগদীশ মন্ডল, সৌমেন্দ্রনাথ হালদার, দিলীপ পাল, প্রদীপ কুমার বর্মণ, গৌতম মন্ডল, সন্দীপ গায়েন্, গৌতমরঞ্জন বসু, গৌর সেন, শিবপ্রসাদ পুরকাযস্থ, রবীন্দ্রনাথ সরকার, আসগার আলি মন্ডল, ক্ষুদিরাম নস্কর, রামপদ মন্ডল, মানসী হালদার (কুইতি), দুলাল সুর, অঙ্কুশ নস্কর, প্রবীর ভৌমিক, জয়ন্ত হালদার, অলোক কুমার প্রামাণিক, ত্রিনযন্ দাস, অনিল কুমার বৈরাগী প্রমুখ। শতাধিক কবি সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে এদিনের অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত।

এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কবি জ্যোতির্ময় সরদার এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন কবি প্রবীররঞ্জন মন্ডল, অমলেন্দু বিকাশ দাস, মেঘনাথ বিশ্বাস ও সঞ্জয় কুমার দে।

সংগঠনের মুখপত্র ১০৪ পাতার আলোর ফুলকিতে লিখে পত্রিকাকে গৌরবান্বিত করেছেন ড. পবিত্র সরকার, সুনীতি মুখোপাধ্যায়, ড. শঙ্করপ্রসাদ নস্কর, অপূর্বকুমার কুন্ডু, ড. মনোরঞ্জন সরদার, সৌরেন বসু, রূপক চট্টরাজ, হাননান আহসান, জয়দীপ চক্রবর্তী, ড. ব্রজেন্দ্রনাথ ধর বলাই হালদার, এন জুলফিকার, তারাশঙ্কর চক্রবর্তী, ভাগ্যধর বৈদ্য, ঝর্ণা মুখোপাধ্যায, গোপাল চক্রবর্তী, স্বপনকুমার রায়, আফ্রুজা খাতুন, গোপাল বিশ্বাস, দেবজ্যোতি দাস (১০ম শ্রেণি), সাত্বিকা সেতু (১০ম শ্রেণি), শুক্লা চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ পাত্র, সুমি চক্রবর্তী, রিয়াদ হায়দার, ঝর্ণা রায় মুখার্জী প্রমুখ।

অন্যদিকে আলোর ফুলকি সম্মাননা প্রাপক কবি অবশেষ দাস বলেন, শুধু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা নয়, এইভাবে সারা রাজ্যের ও দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আমাকে অনেক দিয়েছে। গর্ভধারিনী মায়ের আশীর্বাদের মতো এই বাংলা ভাষা মায়ের আশীর্বাদ। বাংলা ভাষায় দুলাইন লিখতে পেরে আমি গর্বিত। কবি স্বপন কুমার বিজলী এই পুরস্কার পেয়ে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

লোকনাথ ভক্তদের চন্দ্রনাথ তীর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ লোকনাথ (ইসলোক) এর আমন্ত্রণে শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার জন্মস্থান পুণ্যতীর্থ চাকলাধামের (শ্রীশ্রী লোকনাথ সেবা সংঘ, চাকলা, দেগঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা) সভাপতি শ্রী নব কুমার দাস এর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের ৭০ জন লোকনাথ ভক্ত সম্প্রতি কলির শ্রেষ্ঠ তীর্থ চন্দ্রনাথ পরিক্রমা সম্পন্ন করেছেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার সাধনশেষে চন্দ্রনাথ শীর্ষে পদার্পণের ১৬৩ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের ইসলোক ২৪ মার্চ ২০২৩ তারিখ দিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানমালায় ছিল সকালে চন্দ্রনাথ শীর্ষে তীর্থযাত্রার শুভ উদ্বোধন এবং তীর্থ পরিক্রমা, বিকেলে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদদেশে ব্যসকুণ্ড পাড়ের আস্তান বাড়িতে আলোচনা সভা। চন্দ্রনাথ শীর্ষে শ্বেতকপোত এবং বেলুন উড়িয়ে তীর্থযাত্রার শুভ উদ্বোধন করেন বারদীধামের সভাপতি অশোক মাধব রায়। এতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বারদীধাম পরিচালনা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক শংকর কুমার দে ও কোষাধ্যক্ষ ড. তাপস পাল। ভারতবর্ষের সত্তর জন ভক্ত ছা৷াও বাংলাদেশের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কক্সবাজারসহ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় দু’সহস্রাধিক তীর্থযাত্রী তীর্থ পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেন। মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে বিকেলের আলোচনা সভার শুভ উদ্বোধন করেন সীতাকুণ্ডস্থ আন্তর্জাতিক শংকর মঠ ও মিশনের আচার্যদেব শ্রীম স্বামী তপনানন্দ গিরি মহারাজ। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার সমাধিপীঠ বারদীধাম পরিচালনা পরিষদের সভাপতি শ্রী অশোক মাধব রায়। লোকনাথ বাবার চন্দ্রনাথ শীর্ষে পদার্পণের ১৬৩তম বর্ষপূর্তি উসব উদযাপন পরিষদের সভাপতি প্রকৌশলী সোমনাথ দাশগুপ্ত রাজুর সভাপতিত্বে এবং ইসলোক কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য–সচিব লায়ন প্রকৌশলী দীপংকর দাশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক লায়ন মিন্টু দাশ। মান্যবর অতিথি ছিলেন সীতাকুণ্ড শ্রাইন কমিটির সভাপতি এড. সাধনময় ভট্টাচার্য, মুখ্য আলোচক ছিলেন বারদীধাম পরিচালনা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুমার দে ও কোষাধ্যক্ষ ড. তাপস পাল, সংবর্ধেয় অতিথি ছিলেন চাকলাধামের সভাপতি নব কুমার দাস, সহ–সভাপতি রিনা দত্ত, কোষাধ্যক্ষ স্বপন সেন, দক্ষিণ কোলকাতা লোকনাথ উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক গঙ্গাদাস বসাক, সুশান্ত চ্যাটার্জী, সুধামা সিং, বাংলাদেশের বিশিষ্ট ধর্মভাষক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও গবেষক সুদর্শন চক্রবর্তী। লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার দিব্যজীবন তথা চন্দ্রনাথ শীর্ষে পদার্পণ বিষয়ে আলোকপাত করেন ইসলোক কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম–আহ্বায়ক বিশিষ্ট লোকনাথ গবেষক শ্রী তপন কুমার দেওয়ানজী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রাইন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুখময় চক্রবর্তী।

বক্তাদের প্রত্যেকে ইসলোকের এ মহতী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ইসলোক গত ডিসেম্বরে লোকনাথ বাবার সিদ্ধিলাভের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উৎসব সফলভাবে সুসম্পন্ন করার তিনমাসের মাথায় বাবার চন্দ্রনাথ শীর্ষে পদার্পণের ১৬৩ তম বর্ষপূর্তি স্মরণে বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করে এপারবাংলা – ওপারবাংলার ভক্তবৃন্দের মহামিলন ঘটানো তথা এতো বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রীকে একত্রিত করে যে ঈর্ষণীয় সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে বলা যায়, অচিরেই ইসলোক বাবা লোকনাথের মহানাম প্রচারের ক্ষেত্রে সমগ্র লোকনাথ মহাবিশ্বে বিপ্লব ঘটাবেন কোন সন্দেহ নেই। বারদীধাম কর্তৃপক্ষ ইসলোকের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

বারদীধাম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

পরদিন ২৫ মার্চ ২০২৩ শনিবার বিকেল ৫ টায় বারদী শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম কর্তৃপক্ষের সাথে শ্রীশ্রী লোকনাথ সেবাশ্রম সংঘ, দেগঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গ (চাকলাধাম) কর্তৃপক্ষের এক মতবিনিময় সভা আশ্রম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। বারদীধাম পরিচালনা পরিষদের সভাপতি শ্রী অশোক মাধব রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন বারদীধাম পরিচালনা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক শংকর কুমার দে, কোষাধ্যক্ষ ড. তাপস পাল এবং ভারতবর্ষ থেকে তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ভক্তবৃন্দ। মতবিনিময় সভার প্রারম্ভে চাকলাধামের সভাপতি নব কুমার দাস স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, চাকলাধাম প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি (সুবর্ণজয়ন্তী) উপলক্ষে আগামী ২৩, ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তিনদিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক লোকনাথ ভক্ত মহাসম্মেলন ও মহা–মিলনমেলার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি উক্ত মহাসম্মেলন তথা মহামিলনমেলায় পুণ্যতীর্থ বারদীধামের উপদেষ্টা পরিষদ, পরিচালনা পরিষদসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকনাথ সংগঠনের অংশগ্রহণ এবং সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়া প্রকাশিতব্য স্মরণিকার জন্য বাংলাদেশের স্বনামধন্য লেখক, গবেষক, প্রাবন্ধিকদের কাছ থেকে লেখা আহবান করেন।

মত বিনিময় সভায় ভারতবর্ষ থেকে আগত অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে কলির শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র চন্দ্রনাথ শীর্ষে তীর্থ পরিক্রমার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বাবার মহানাম প্রচারের আন্তর্জাতিক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ লোকনাথ (ইসলোক) নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। সেইসাথে বারদীধামের উষ্ণ আতিথেয়তা এবং সর্বোচ্চ সেবা দানের জন্য বারদীধাম কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

বারদীধামের পক্ষ থেকে কোষাধ্যক্ষ ড. তাপস পাল, সাধারণ সম্পাদক শংকর কুমার দে এবং সভাপতি অশোক মাধব রায় চাকলাধামের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। এছাড়া বারদীধামের পক্ষ থেকে তাঁদের কর্মকাণ্ডে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনে একটি অগ্রবর্তী দল পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলেও আশ্বাস প্রদান করেন। ইসলোক কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম–আহ্বায়ক তপন কুমার দেওয়ানজী এবং সদস্য–সচিব প্রকৌশলী দীপংকর দাসও ইসলোকের পক্ষ হতে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন এবং যেকোনো প্রয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। পরিশেষে ইসলোক এবং বারদীধামের পক্ষ থেকে চাকলাধামের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদানের জন্য চাকলাধামের সভাপতি নব কুমার দাস সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

গোবরডাঙ্গা চিরন্তন নাট্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বনাট্য দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হল সপ্তম গোবরডাঙ্গা চিরন্তন নাট্য উৎসব ২০২৩ দ্বিতীয় পর্যায়েরএই নাট্য উৎসবের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে শুভ সূচনা করেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ প্রান্ত শাখার সহ–সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমিত দে মহাশয়। সঙ্গে ছিলেন সংস্কার ভারতী চর্চা কেন্দ্রের অভিভাবিকা শাশ্বতী নাথ। গোবরডাঙ্গা চিরন্তন এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অজয় দাস অমিত দে’কে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন। শাশ্বতী নাথকে বরণ করে নেন দলের সম্পাদক সুতপা কর্মকার। অতিথি বর্গের মূল্যবান বক্তব্য শোনার পর শুরু হয় গোবরডাঙ্গা চিরন্তন প্রযোজিত তথ্য নির্ভর নতুন নাটক ‘রামায়ণ চর্চা’ যার রচনা ও অভিনয়ে ছিলেন ছিলেন সুতপা নিজে। সম্পাদনা, নির্দেশনা ও আবহ প্রক্ষেপণে ছিলেন অজয় দাস। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের নাট্য উৎসবে বিশ্ব নাট্য দিবস সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পলাশ মণ্ডল। দিনের সর্বশেষ অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রকল্যাণ সমিতির শিশু–কিশোর নাটক ‘এই দেশ আমার’। যার রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন কমল কৃষ্ণ পাইক। সব মিলিয়ে গোবরডাঙ্গা চিরন্তনের সপ্তম চিরন্তন নাট্য উসবের দ্বিতীয় পর্যায় সামগ্রিকভাবে সফল হয়েছে।

আঁতস কাঁচে

লালহলুদে লোবেরা

সব ঠিক থাকলে লাল হলুদের হট সিটে আগামী মরসুমে দেখা যাবে অন্যতম সফল কোচ সের্জিও লোবেরাকে। অফিসিয়াল ভাবে ঘোষণা না হলেও শোনা যাচ্ছে তিনিই রাজি হয়েছেন ইস্টবেঙ্গলে আসতে। আইএসএলে অন্যতম সফল কোচে লোবেরা। এই স্প্যানিশ কোচ কোচিং সের্জিও লোবেরা করিয়েছেন এফসি গোয়া, মুম্বই সিটি এফসিকে। এখন চিনা ক্লাবে কোচিং করাচ্ছিলেন।

অস্ত্রোপচারই হবে

শ্রেয়স আইয়ারকে জানিয়েই দেওয়া হয়েছিল, বিশ্রাম সেইসঙ্গে ওষুধ-ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকশনে একান্তই যদি না কমে তাহলে অস্ত্রোপচারই শেষ অস্ত্র। শ্রেয়স আইয়ার সবকিছু মাথায় রেখেই অস্ত্রোপচারের আগে নিজেকে আরও একটু দেখে নিতে চেয়েছিলেন। এনসিএ'তে চলছিল রিহ্যাবও। কিন্তু শেষ চেষ্টা ব্যর্থ। অস্ত্রোপচার করাতেই হচ্ছে। চিকিৎসা করাতে খুব তাড়াতাড়ি শ্রেয়স আইয়ার যেতে পারেন লন্ডন।

মাঠে ঋষভ

ঘরের মাঠে দিল্লি বনাম গুজরাত ম্যাচ দেখতে মাঠে হাজির হলেন ঋষভ পন্থ। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হওয়া থেকেই দেখা যায় ভারতের এই উইকেটকিপার-ব্যাটারকে। ঋষভ পন্থ যে মাঠে আসতে পারেন, এই জল্পনা আগে থেকেই ছিল। ডিডিসিএ এ'জন্য প্রস্তুতও ছিল। শেষপর্যন্ত গাড়ি দুর্ঘটনার পর ফের মাঠমুখো হলেন পন্থ। গতবছরের শেষে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় জীবন ফিরে পেয়ে এখন স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। মাঠে এলেন দলকে চিয়ার আপ করতে।

উইলিয়ামসন নেই

এবারের আইপিএলে প্রথম ম্যাচে নেমেই চোট পেয়েছিলেন গুজরাত টাইটান্সের কিউয়ি ব্যাটার কেন উইলিয়ামসন। হাঁটুর চোটের কারণে গোটা টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে যান তিনি। তবে তাঁর বদলি নিতে সময় নষ্ট করেনি হার্দিকের দল। এবার উইলিয়ামসনের পরিবর্তে দলে নিয়েছে শ্রীলঙ্কার দাসুন শানাকাকে। এখন শ্রীলঙ্কা টি২০ দলে অধিনায়কত্ব করেন শানাকা। মূলত তিনি অলরাউন্ডার।

গুজরাত এগিয়ে

টানা ২ জয় পেল হার্দিক পান্ডিয়ার গুজরাত টাইটান্স। প্রথম ম্যাচে চেন্নাইকে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে হারায় দিল্লিকে। অন্যদিকে, ঋষভের পরিবর্তে ডেভিড ওয়ার্নারের ক্যাপ্টেন্সিতে পরপর ২ ম্যাচ হারে দিল্লি ক্যাপিটালস। প্রথম ম্যাচে হেরেছিল তারা লখনৌ সুপারজায়ান্টসের কাছে। চেন্নাই প্রথম ম্যাচ হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে জেতে লখনৌয়ের বিরুদ্ধে।

জিতছে পঞ্জাব

পরপর ২ ম্যাচ জিতল পঞ্জাব কিংস। ঘরের মাঠে বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে ৭ রানে জেতে শিখর ধাওয়ানের দল। দ্বিতীয় ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসকে ৫ রানে জেতে পঞ্জাব।

কেকেআরে রয়

বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানকে ছেড়ে দিয়ে নতুন বিদেশি নিয়ে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ইংল্যান্ডের তারকা ব্যাটার জেসন রয়কে সই করাল নাইটরা। রয়ের নূন্যতম মূল্য ছিল ১.৫০ কোটি টাকা। কেকেআরকে আইপিএল চলাকালীন তাঁকে নিতে খরচ করতে হল ২.৮০ কোটি টাকা।

বিশ্বকাপের লোগোয় রয়েছে ৯ আবেগের ছোঁয়া

সুমনা মণ্ডল

২৮ বছরের অপেক্ষা থেমেছিল ২ এপ্রিল। ১৯৮৩ সালের পর ২০১১। এইদিনই ভারত মেতে উঠেছিল বিশ্বজয়ের আনন্দে। দেখতে দেখতে তাও পেরিয়ে গেল এক যুগ। ১২ বছর পূর্তি। এই বিশেষ দিনকে স্মরণীয় করেই আইসিসি নিল আরও এক উদ্যোগ। আইসিসি পুরুষদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১-তে ভারতের বিজয়ের ১২ বছর পূর্তিতেই ২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপের লোগো উন্মোচন করা হল। ২০১১ সালে এই দিনেই মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে ওঠে বিশ্বকাপ। শ্রীলঙ্কা ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেট হারিয়ে তোলে ২৭৪ রান। জবাবে ভারত ৪৮.২ বলে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৭৭ রান তুলে ৬ উইকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়। উচ্ছ্বাসের বাঁধ ভাঙে ভারতে। ব্যাট হাতে ১২২ বলে ৯৭ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস

খেলেন গৌতম গম্ভীর। সচিন তেন্ডুলকর ১৪ বলে ১৮ রান করেন। বিরাট করেন ৪৯ বলে ৩৫ রান। আর ম্যাচের সেরা অধিনায়ক ধোনির ব্যাট থেকে আসে ৭৯ বলে ৯১ রানের অপরাজিত ইনিংস। সঙ্গে ২১ রানে অপরাজিত ছিলেন যুবরাজ সিং।

এবারের বিশ্বকাপও আয়োজিত হবে ভারতে। ২০১১ সালেও বাংলাদেশকে নিয়ে আয়োজক ছিল ভারতই। বছর শেষের আগেই ভারতের মাটিতে বসবে ১৩তম বিশ্বকাপের আসর। টানা ৪৬ দিন ধরে চলবে এ প্রতিযোগিতা। ১০টি দলের প্রতিযোগিতায় নকআউট পর্বের ৩টি ম্যাচ মিলিয়ে মোট ৪৮টি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো হবে ভারতের বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, ধর্মশালা, গুয়াহাটি, হায়দরাবাদ, কলকাতা, লখনৌ, ইন্দোর, রাজকোট এবং মুম্বইয়ে। তবে কোন দল কোন শহরে খেলবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ক্রিকেট বিশ্বকাপের লোগোটি করা হয়েছে 'নভরাসা'-কে মাথায় রেখে। দর্শকদের ৯টি আবেগের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে এই লোগোটির মাধ্যমে। 'নভরাসা'-এর ৯টি আবেগ হল আনন্দ, শক্তি, যন্ত্রণা, সম্মান, গর্ব, সাহসিকতা, গৌরব, বিস্ময় ও আবেগ। বিশ্বকাপ ক্রিকেট ম্যাচ দেখার সময় সমর্থকরা যে নাটকীয়তা, উত্তেজনা অনুভব করেন তারই প্রতীক এবং রঙ ব্যবহার করে নভরাসাকে ক্রিকেটীয় প্রেক্ষাপটে কল্পনা করা হয়েছে।

ন্যাশনাল অ্যাক্রোবাটিকে নজরকাড়া সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ তম ন্যাশনাল অ্যাক্রোবাটিক সিনিয়র অ্যান্ড জুনিয়র কম্পিটিশনে সারা দেশের নজর কেড়ে নিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর এক ঝাঁক প্রতিযোগী। গত ২৬ থেকে ২৮ মার্চ হরিয়ানা রাজ্যের সোনিপথে আয়োজিত এই জমজমাট জিমন্যাস্টিকস কম্পিটিশনে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের ভাণ্ডারটিকুরি এলাকার ১১ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে মোট ২৫টি পদক জয় করেছেন।এর মধ্যে ৩টি স্বর্ণ পদক, ১৪টি রৌপ্য পদক এবং ৮টি ব্রোঞ্জ পদক রয়েছে। পূর্বস্থলীর এই প্রতিযোগীরা ট্রেনপথে বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়ি ফেরেন। প্রতিযোগীদের কোচ অভিজিৎ দেবনাথ বলেন, সর্বভারতীয় স্তরে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ১৪টি রাজ্যের সাড়ে তিনশো জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। পূর্বস্থলী এলাকা থেকে অংশগ্রহণকারী মোট ১১জন প্রতিযোগীই বিভিন্ন বিভাগে নজরকাড়া সাফল্য লাভ করেছে। তারা মোট ২৫টি পদক জয় করেছে। ৩০ মার্চ তাঁরা হাওড়া-কাটোয়া রেলপথে ভাণ্ডারটিকুরি স্টেশনে নামার পর এলাকার বাসিন্দারা জয়োল্লাসে মেতে ওঠেন। পরদিন সকালে এলাকার বিদ্যানগর গয়ারাম দাস বিদ্যামন্দিরে আয়োজিত একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত বিজয়ীদের সম্বর্ধনা জানান রাজ্যের প্রাণীসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী তথা পূর্বস্থলী দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন দেবনাথ। তিনি প্রত্যেকের হাতে ফুল এবং মিষ্টির প্যাকেট তুলে দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। মন্ত্রী বলেন, এই প্রতিযোগীরা এলাকার গর্ব। এলাকার খেলাধুলার উন্নতির জন্য বিদ্যানগর গয়ারাম দাস বিদ্যামন্দিরে বহু টাকা ব্যয়ে একটি মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরি করা হয়েছে। যদিও সেই মিনি স্টেডিয়ামটির হাল বর্তমানে বেশ খানিকটা বেহাল। চাল ফুটো হয়ে জল পড়ছে বলে জানা গিয়েছে। মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়ামটির সার্বিক উন্নতিতে সচেষ্ট হয়েছেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

ইডেনে বিশাল জয় নাইট রাইডার্সের, হার আরসিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ইডেনে যতই বিরাট গর্জন উঠুক, দাদাগিরিই দেখাল নাইট রাইডার্স। সুনীল নারিন, বরুণ চক্রবর্তীদের গুগলিই বুঝতে পারল না আরসিবি। শুরুটা দুই মহাতারকা বিরাট কোহলি ও ফাফ ডু প্লেসি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করলেও, নারিন আর বরুণের স্পেল আসতেই যেন কেঁপে উঠল। শাহরুখ খান-জুহি চাওলারা চিয়ার আপ করলেও, যত সময় গেল অর্ধেক ইডেনই গুমোট হয়ে উঠেছিল। নাইট রাইডার্সের ২০৪ রানের জবাবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স তুলতে পারল ১২৩ রান। ফলে, ঘরের মাঠে ৮১ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতে কামব্যাক করল কেকেআর। আরসিবি নিজেদের প্রথম ম্যাচে জিতলেও, দ্বিতীয় ম্যাচেই হেরে কলকাতা থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে।

এদিন নাইটদের হয়ে ব্যাট হাতে ঝ। তুললেন গুরবাজ, শার্দূল ঠাকুর, রিঙ্কু সিংরা। অন্যদিকে বল হাতে ঘূর্ণিতে উ।য়িে দিলেন সুনীল নারিন, বরুণ চক্রবর্তী আর ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার সুয়শ শর্মা।

এদিন ইডেন মুখিয়ে ছিল বিরাট বনাম রাসেল ডুয়েল দেখার অপেক্ষায়। রাসেলের আইপিএল কেরিয়ারে এটা ছিল শততম ম্যাচ। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে এসে প্রথম বলেই আউট হয়ে যান। শূন্য হাতে ফিরতে দেখে প্রথমটায় হতাশই হয় ইডেন। যদিও শার্দূল ঠাকুরের ক্যামিও ইনিংসে ফের মেতে ওঠে ইডেন। অন্যদিকে, বিরাট কোহলিও ঝলমলে ইনিংস খেলার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। কিন্তু নারিন তাঁর উইকেটটাই নাড়িয়ে দেন। ১৮ বলে ২১ রানের ইনিংস খেলে ফিরে যান বিরাট।

এদিন প্রথম ইনিংসে কেকেআর পরপর উইকেট হারিয়ে চাপেই পড়ে গিয়েছিল। ফ্লপ ভেঙ্কটেশ আইয়ার (৩)। মনদীপ সিং (০) পরপর দুই বলে ২ উইকেট নিয়ে নেন ডেভিড উইলি। এরপরই ফিরে যান নাইট অধিনায়ক নীতিশ রানাও। করেন মাত্র ১ রান। যদিও গুরবাজ রান তুলতেই থাকেন। অন্যদিকে এদিন টিকে যান রিঙ্কু সিংও। গুরবাজ ৪৪ বলে ৫৭ রান করে আউট হন। এরপর আন্দ্রে রাসেল আসেন আর ফিরে যান। নামেন শার্দূল ঠাকুর। আইপিএল কেরিয়ারে যে ঝলক তাঁর ব্যাট থেকে এতদিন দেখা যায়নি, এদিন তাই দেখান। মাত্র ২০ বলেই করে ফেলেন অর্ধশতরান। শেষপর্যন্ত ২৯ বলে ৬৮ রান করে ফিরে যান। এরমধ্যে রয়েছে ৯ চার ও ৩ ছক্কা। যে কলকাতা একসময় ১৫০ রান পেরোবে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না, সেই নাইটরাই শেষপর্যন্ত তুলে ফেলে ২০৪ রান। জবাবে অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি ও বিরাট ভাল শুরু করলেও ছন্দ ভেঙে দেন নাইটদের দুই স্পিনার নারিন ও বরুণ। ফাফ ফেরেন ২৩ রানে। ব্রেসওয়েলের রান ১৯। ডেভিড উইলি ২০ রানে অপরাজিত থাকেন। বাকি কোনো উল্লেখযোগ্য রান নেই। আরসিবির ৪৪ রান থেকে ৮৬ তুলতেই চলে যায় ৮ উইকেট। শেষপর্যন্ত তোলে ১২৩ রান। নাইটদের হয়ে বরুণ চক্রবর্তী নেন ৪ উইকেট আর সুনীল নারিন নেন ২ উইকেট। আর সুয়শ শর্মা নেন ৩ উইকেট। শার্দূল ব্যাটের পর বল হাতেও নেন ১ উইকেট। উল্লেখ্য, প্রথম ম্যাচে পঞ্জাব কিংসের কাছে হেরে যায় কেকেআর।

পঞ্চাশে পঞ্চাশ, ট্রফি জিততে মরিয়া বিরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : সময় আর থমকে দাঁড়ায় না কোহলির জন্য। দুরন্ত ফর্ম অব্যাহত নতুন বছরের শুরু থেকেই। সেঞ্চুরিও এসেছে পরপর। আইপিএলেও সেই ফর্ম যে ধরে রাখবেন সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কোহলি ভক্তরা নিরাশ হননি। প্রথম ম্যাচেই ধুন্ধমার ব্যাটিং দেখেছে তাঁরা। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ঝকঝকে অপরাজিত ৮২ রানের ইনিংস উপহার দিয়েছেন বিরাট। মাত্র ৪৯ বল খেলা কোহলির এই ইনিংসে সাজানো ছিল ৫ ছক্কা ও ৬ চার। এই রানে শুধু দলকে জয় এনে দেননি বিরাট, গড়েছেন রেকর্ডও। ভেঙেছেন শিখর ধাওয়ানের রেকর্ড। আইপিএল কেরিয়ারের ৪৯টি পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেলে নিয়ে গত ম্যাচের আগে যৌথভাবে দ্বিতীয় ছিলেন কোহলি ও ধাওয়ান। এবার অর্ধশতরানের ইনিংস হয়ে গেল কোহলির ৫০। ৩৮ বলে ফিফটি করে 'পঞ্চাশে পঞ্চাশ' পূর্ণ করেন ভারতীয় এই ব্যাটার। আইপিএল কেরিয়ারে কোহলির ফিফটি ৪৫ আর সেঞ্চুরি ৫। ধাওয়ানকে ছাড়িয়ে প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে আইপিএলে ৫০টি পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেলার কীর্তি গড়েন কোহলি। সব মিলিয়ে আইপিএল ইতিহাসে ৬০টি পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেলে শীর্ষে ডেভিড ওয়ার্নার। অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটার আইপিএলে ৫৬টি ফিফটি ও ৪টি সেঞ্চুরি করেছেন। এছাড়াও আইপিএল কেরিয়ারে বেড়েই যাচ্ছে কোহলির রান। আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাঁরই। ২২৪ ম্যাচে ৩৬.৬৪ গড় ও ১২৯.৫০ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ৬৭০৬ রান।

কবাডিতে চ্যাম্পিয়ন ইস্টার্ন রেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি বাংলা খেলোয়াড়দের কৃতিত্বেই এশিয়ান গেমসে পরপর ৪বার ভারতের ঘরে সোনা এসেছে কবাডির হাত ধরে। চন্দননগরই এই কবাডির পীঠস্থান। এই ফরাসি শহরে প্রচুর কবাডি খেলোয়াড় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলে সুযোগ পেয়ে বাংলাকে উচ্চ শিখরে তুলে ধরেছেন। এমনই একটি ক্লাব চন্দননগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। ১৩টি ছেলেদের সিনিয়র এবং মেয়েদের ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। প্রথমদিন উদ্বোধন করেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী। সুদৃশ্য ট্রফি সহ চ্যাম্পিয়ন ইস্টার্ন রেলকে ১৫ হাজার টাকা এবং রানার্স সাউথ ইস্টার্ন রেল ১০ হাজার টাকা পায়। অন্যদিকে, মেয়েদের খেলায় চন্দননগর ফ্রেন্ডস হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে ইস্টার্ন রেলের কাছে পরজিত হয়। বিজয়ী দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ নগদ ১০ হাজার টাকা এবং বিজিত দল ট্রফি সহ নগদ ৮ হাজার টাকা লাভ করে। তৃতীয় স্থান পায় চন্দননগর দলের ছেলেরা। বেস্ট রিডার হন মুকেশ ঠাকুর ও উত্তম রাম। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তারা দুর্দান্ত খেলে টিমকে সেমি ফাইনালে তোলেন। ইন্ডিয়া দলের কবাডি খেলোয়াড় শ্যাম শাবলেন বলেন, ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব আমার প্রাণের ক্লাব। আমরা চেষ্টা করি এঁরা যাতে হারিয়ে না যায়। এদিন নৈশালোক ফাইনালে অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত ভোলা গুঁই, অর্জুন রমা সরকার, অর্জুন বিশ্বজিৎ পালিত, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ইন্ডিয়া দলের খেলোয়াড় রমা শা ও শ্যাম শা উপস্থিত ছিলেন।

১৪ কোটি টাকায় অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম চুঁচুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটা স্টেডিয়াম। সেই চাহিদা পূরণ হল। সরকারি উদ্যোগে হুগলি জেলা সদর শহর চুঁচুড়া গোর্খা ময়দানে গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক পরিকাঠামোযুক্ত ইনডোর স্টেডিয়াম। ভাল খেলাধূলায় হুগলি জেলার সুনাম রয়েছে বরাবরই। তবে যথার্থ পরিকাঠামোর অভাব থাকায় খেলোয়াড়দের অনুশীলন করতে যেতে হত কলকাতায়। তাই সরকারি উদ্যোগে চুঁচুড়ায় নির্মীয়মান ইনডোর স্টেডিয়ামে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। স্টেডিয়ামে থাকবে আধুনিক জাকুজি থেকে মাল্টিজিম। টেবল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, বাস্কেটবল সব খেলারই ব্যবস্থা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা যাতে অনুষ্ঠিত করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি হয়েছে পরিকাঠামো। এই ইন্ডোর স্টেডিয়ামের পাশেই স্পোর্টস হস্টেল থাকবে। প্রশাসনিক সভা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে চুঁচুড়া ইন্ডোর স্টেডিয়ামের দ্বারোদ্ঘাটন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসন সূত্রে খবর, এই স্টেডিয়ামের জন্য খরচ হয়েছে ১৪ কোটি টাকা। গঙ্গাপাড় লাগোয়া এই স্টেডিয়ামের তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক অসিত মজুমদার। ২০১৭ সালে জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে তারকেশ্বরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বিধায়ক অসিত মজুমদার এই স্টেডিয়ামের বাজেট ২১ কোটি টাকা দাবি করেন। টাকার অঙ্ক শুনেই মেজাজ হারান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অসিতকে বলেন, 'কাটমানি খাওয়া বন্ধ করো। কাটমানি না খেলে একটা ইন্ডোর করতে অত টাকা লাগে না। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে কাটমানির সেই প্রসঙ্গকে আজও মাঝে মধ্যে হাতিয়ার করেন বিরোধীরা। তবে জেলার ক্রীড়াপ্রেমীরা চান, যাতে এই স্টেডিয়ামে দ্রুত খেলাধুলো শুরু হয়।

বিশ্বকাপে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ শ্রীলঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২২ এ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন দল শ্রীলঙ্কা। কিন্তু ভারতের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আগে তাদেরই কপাল পুড়ল। নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে একদিনের বিশ্বকাপে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হল লঙ্কাবাহিনী। একদিনের বিশ্বকাপ তাদের খেলতে হলে বাছাইপর্ব লড়াই করেই এবার তাদের আসতে হবে। এছাড়া আর কোনো সুযোগ নেই। তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হেরে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্ব নিশ্চিত করতে পারল না শ্রীলঙ্কা। ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে সিরিজ খেলতে নামা দলটি ৮১ পয়েন্টে এসে আটকে যায়। প্রথম ম্যাচে ১৯৮ রানে হারার পর দ্বিতীয় ম্যাচে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। আর এতেই বাকি পয়েন্টগুলো পায় শ্রীলঙ্কা। শেষ ম্যাচে ৬ উইকেটের হারে চূড়ান্ত পর্বে খেলার স্বপ্ন ভেস্তে যায় দাসুন শানাকার দলের। আয়োজক ভারত ছাড়া আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপে সুপার লিগের প্রথম ৮টি দল সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে। পরের দলগুলোকে আসতে হবে বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলে। নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের পর সুপার লিগ পয়েন্ট টেবিলের নবম স্থানে নেমে গেল শ্রীলঙ্কা। অন্যদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ উঠে এসেছে ৮ নম্বরে। যদিও তারাও সেফ জোনে আছে এমনটা বলা যাবে না। কারণ, ১০ নম্বর স্থানে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাদের সামনে এবার রয়েছে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে সিরিজ।

বিশ্বের সেরা ফিল্ডার এই মুহূর্তে জাদেজা, জন্টি রোডস

নিজস্ব প্রতিনিধি : সর্বকালের সেরা ফিল্ডারদের তালিকা করতে গেলে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার জন্টি রোডসকে কোনোভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না। সেই জন্টি রোডসকে যখন সেরা ফিল্ডার বাছতে বলা হয়, তখন ভারতের এক ক্রিকেটার ছাড়া বর্তমান সময়ে আর কোনো ফিল্ডারকেই যে বাছবেন না তা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন। বর্তমান সময়ে ক্রিকেট বিশ্ব সবচেয়ে সেরা ফিল্ডার কে? এমন প্রশ্নে অনেকেরই নাম চলে আসবে। কিন্তু জন্টির মতে, রবীন্দ্র জাদেজার ধারেকাছে কেউ নেই। এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে এমন প্রশ্ন উঠে এলে, জন্টি সবার আগে জাদেজার নামই করেন। রোডস শুধু জাদেজাকে সেরাই বলেননি, ফিল্ডিংয়ে ভারতীয় অলরাউন্ডারের ধারেকাছে কাউকে রাখেননি তিনি। জন্টি রোডসের কাছে প্রশ্ন ছিল, 'এই সময়ের সেরা তিন ফিল্ডার কে কে?' সর্বকালের সেরা ফিল্ডারদের অন্যতম ৫৩ বছর বয়সি জন্টি এর উত্তর দিতে সময় নেননি।সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে স্রেফ একজনই আছে, রবীন্দ্র জাদেজা।' ক্রিকেটে ফিল্ডিংয়ের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জন্টি বলেন, 'আইপিএল যখন শুরু হল, তখন থেকেই লোকে ফিল্ডিংয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া শুরু করল। এর আগে সব দলের ফিল্ডিং কোচ ছিল না। ৫০ ওভারের ম্যাচে সময় অনেক, একটা দলে স্রেফ ৩-৪ জন ভালো ফিল্ডার থাকত, ৬-৭ জন ততটা ভালো থাকত না। কিন্তু আইপিএল শুরু হওয়ার পর আমরা দারুণ ফিল্ডিং দেখতে থাকলাম।' একটা সময় দলগুলির ফিল্ডিং অনুশীলনের সুনির্দিষ্ট সূচি ছিল না বলেই জানান তিনি। তাঁর মতে, ফিল্ডিং অনুশীলন ক্রিকেটারদের কাছে মনে হত বাড়তি ঝক্কির। ভবিষ্যতে এর উন্নতির জন্য ক্রিকেটে ফিল্ডিং কোচের সংখ্যা বাড়ানোর কথাও জানান। তিনি বলেন, 'ঘরোয়া পর্যায়ে ক্রিকেটারদের আরও প্রশিক্ষিত হতে হবে। যাতে দলের তরুণরা অনেক আগে থেকেই ফিল্ডিংয়ের ভালো অভ্যেসের মধ্যে চলে আসে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com